Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 65
January-March 2021

পানিদূষণ প্রতিরোধে বাংলাদেশে গৃহীত আইনি কাঠামো : পরিপ্রেক্ষিত ইসলামী নীতি ও নির্দেশনা

The Bangladesh Adopted Legal Structure in the Prevention of Water Pollution: Perspective Islamic Policies and Guidelines

Muhammad Nasir Uddin*

ABSTACT

Water is the most important element of survival for all sorts of life. But every day it is getting polluted. Because of the water pollution, the life of all flora and fauna are increasingly being threatened. Bangladesh stands in the list of the most likely affected countries resultant from the environmental pollution. In order to prevent water pollution, Bangladesh has already enacted more than twenty Acts and Ordinances and promulgated a complete water policy. Islam has also offered certain special rulings for the prevention of water pollution. The present article intends to examine the laws and regulations made by this Muslim majority country for the prevention of water pollution through the lens of Islamic policies and guidelines and thereby create public awareness against water pollution. It further aims to offer a set of recommendations which would be of effective use to determine more policies. This research has adopted qualitative analytical method. As part of the qualitative method, the content analysis approach has been applied in this paper. If the existing laws and Islamic policies are effectively infused, proper plans are framed and legal reform and enforcement of the plans are made possible, the positive change would be impacted on the management of the prevention of water pollution.

Keywords: Water pollution; water management; wastage management. Water policy; Environmental Court

সারসংক্ষেপ

পানি জীবজগতের জীবনধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কিন্তু প্রতিনিয়ত পানি দূষিত হচ্ছে। পানিদূষণের প্রভাবে মানুষ, পশু-পাখি, উদ্ভিদ সবকিছু হুমকির মুখে পড়ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পানিদূষণ প্রতিরোধে ইতোমধ্যে ২০টিরও অধিক

* Muhammad Nasir Uddin is a Lecturer of Islamic Studies, Bangladesh Krira Shikkha Protisthan (BKSP), Jirani, Savar, Dhaka, email: nasirjnuis@gmail.com

আইন/অধ্যাদেশ প্রণয়ন করেছে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ পানিনীতি প্রণয়ন করেছে। ইসলামও পানিদূষণ প্রতিরোধে বিশেষ বিধান নির্ধারণ করেছে। তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনসংখ্যার এদেশে প্রচলিত পানিদূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত আইনসমূহ ইসলামী নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করে জনসচেতনতা তৈরি ও নীতি নির্ধারণে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি এ গবেষণার উদ্দেশ্য। মৌলিক পদ্ধতিসমূহের মধ্যে গুণাত্মক গবেষণাপদ্ধতি (Qualitative Research) অনুসরণ করা হয়েছে। গুণাত্মক গবেষণাপদ্ধতির অংশ হিসেবে এ গবেষণায় বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রচলিত আইনের সঙ্গে ইসলামী নির্দেশনার সমন্বয় করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, আইনি সংস্কার ওপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হলে পানিদূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হবে।

মূলশব্দ: পানিদূষণ, পানি ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানিনীতি, পরিবেশ আদালত

ভূমিকা

আমাদের বাসযোগ্য এ পৃথিবী ক্রমান্বয়ে দূষণের প্রভাবে বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে পরিবেশদূষণ। পরিবেশদূষণের সবেচেয়ে বেশি প্রভাব পরিলক্ষিত হয় পানির উপর। পানিদূষণ পরিবেশদূষণের অন্যতম উপাদান, যা মানবজাতির জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর বলে বিবেচিত। পানিদূষণের সঙ্গে মানুষের জীবনধারণ তথা সামগ্রিক উন্নয়নব্যবস্থা সম্পর্কিত। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ (ভূপৃষ্ঠের ৭০.৯%) পানিবেষ্টিত হলেও এর ৯৭.৫% লবণাক্ত এবং ২.৫% বিশুদ্ধ পানি। এ ২.৫% বিশুদ্ধ পানির ৯৮.৭% ই হলো ভূগর্ভস্থ পানি ও বরফ, অবশিষ্ট স্বল্প পরিমাণ পানি প্রতিনিয়ত মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের ফলে ব্যবহারের উপযোগিতা হারাচ্ছে। বিশেষত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষি কার্যক্রম, শিল্প উন্নয়ন, আধুনিক জলযানের ব্যবহার ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাবে সমুদ্র ও নদ-নদীর পানির স্তর বৃদ্ধি এবং স্বাদু পানিতে লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটায় বিশুদ্ধ পানির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। আমরা সাধারণত নলকূপ, পুকুর, খাল, শৈলপ্রাচীর, জলপ্রপাত, হ্রদ, নদী, তুষারপাত, বরফ ও বৃষ্টিপাত থেকে সুপেয় পানি পেয়ে থাকি। তবে এ সকল প্রাকৃতিক উৎসও আর্সেনিক, দূষণ, ব্যাক্টেরিয়া, রাসায়নিক দ্রবণ ইত্যাদি কারণে সুপেয় পানি খাবার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে। পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণ পানির উপর নির্ভরশীল। পরিবেশদূষণের ফলে সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বাংলাদেশ পানিদূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। ইসলামও পানির গুরুত্ব, পানির যথাযথ ব্যবহার, পানি ব্যবস্থাপনা এবং পানিদূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করেছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে সর্বমোট ৬৩ বার পানির কথা উল্লেখ রয়েছে। হাদিসেও পানি-সম্পর্কিত বিধানাবলি রয়েছে। ইসলাম পানিদূষণকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে বিভিন্ন শাস্তির বিধান নির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইন ও ইসলামী বিধি-বিধানের তুলনামূলক

পর্যালোচনা করে এ প্রবন্ধে পানিদূষণ প্রতিরোধে জনসচেতনা বৃদ্ধি, সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা ও গবেষণার যৌক্তিকতা

'পানিদূষণ ও ইসলামী আইন' বিষয়ে অনেক গবেষক ও প্রবন্ধকার প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। কেউ কেউ গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ড. মো. ময়নুল হক রচিত 'ইসলাম : পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিবেশদূষণ প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas, and Murad J. Bino সম্পাদিত Water Management in Islam গ্রন্থে পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মুহাম্মদ নুরুল আমিন লিখিত 'ইসলামে পানি আইন ও বিধি-বিধান' শিরোনামে ১৪ পর্বের গবেষণা প্রবন্ধ *ইসলামী আইন ও বিচার* প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রত্রিকা* এবং *ইসলামী আইন ও বিচার* পত্রিকায় পরিবেশদূষণ-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় পানিদূষণ-বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পানিদূষণ প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা-বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণা পরিচালিত হলেও বাংলাদেশে গৃহীত ২০টিরও অধিক পানি আইনের বিশ্লেষণে ইসলামী নির্দেশনা তুলে ধরে কোনো গবেষণা পরিচালিত হয়নি। তাই বর্তমান গবেষণায় পানিদূষণ প্রতিরোধে বাংলাদেশের গৃহীত পানি আইনসমূহের পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করণীয় নির্দেশনা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে। যা এ গবেষণার যৌক্তিকতা প্রমাণ করে।

পানিদূষণ পরিচিতি

পানিদূষণ বলতে পানিতে কোনো বিষাক্ত দ্রব্য অথবা বর্জ্য পদার্থ মিশ্রণের ফলে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ার অবস্থাকে বোঝায়। ভূপৃষ্ঠের পানির সকল আধারই আজ দূষণের শিকার। পানিদূষণই পরিবেশদূষণের বড় একটি কারণ। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন (১৯৯৫) অনুসারে দূষণ হলো- "বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা তাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা তাদের ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক গুণাবলির পরিবর্তন অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোনো উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোনো পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখি, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য।" (MolJPA 1995, 2.Kha) এ সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পানিদূষণ বলতে প্রকৃতিতে বিদ্যমান জলাধার[১] ও

১. 'জলাধার' অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বা কৃত্রিমভাবে খননকৃত কোনো নদ-নদী, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, দীঘি, পুকুর,হ্রদ, ঝরনা বা অনুরূপ কোনো ধারক (Bangladesh Water Law 2013, 2.5)।

জলাভূমিসমূহের[২] পানির ব্যবহার-অনুপযোগী হয়ে পড়াকেই বোঝায়। অর্থাৎ, পানিতে পরিবেশের যে-কোনো ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক ক্ষতিকর মিশ্রণকেই পানিদূষণ বলে চিহ্নিত করা যায়। Encyclopedia Britannica তথ্যানুসারে পানিদূষণ হলো- Water pollution, the release of substances into subsurface groundwater or into lakes, streams, rivers, estuaries, and oceans to the point where the substances interfere with beneficial use of the water or with the natural functioning of ecosystems (Nathanson).

> পানিদূষণ হলো- ভূগর্ভস্থ পানিতে বা হ্রদ, স্রোতধারা, নদী, মোহনা এবং সাগর-মহাসাগরে এমন পদার্থের নির্গমন, যে পদার্থগুলো পানির উপকারী ব্যবহারে বা বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করে।) অর্থাৎ, পানিতে এমন কিছুর সংমিশ্রণ ঘটানো, যা পানির স্বাভাবিক ব্যবহারপ্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করে এবং বাস্তুসংস্থান হুমকির মুখে পড়ে।

পানিদূষণ বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। এ সম্পর্কে F.X. Leeuwen বলেন, Natural substances leached from the soil, run-off from agricultural activities, controlled discharge from sewage treatment works and industrial plants, and uncontrolled releases or leakage from landfill sites and chemical accidents or disasters are the sources of both surface and groundwater pollution. (Leeuwen 2000, 38)

> মাটি থেকে প্রাকৃতিক পদার্থের মিশ্রণ, বিরতিহীন কৃষি কার্যক্রম, পরিশোধন কারখানা, শিল্পবর্জ্য, অনিয়ন্ত্রিত ভূমিধস এবং রাসায়নিক দুর্ঘটনা ও বিপর্যয় ভূপৃষ্ঠ এবং ভূগর্ভস্থ পানিদূষণের মূল উৎস।

পানিদূষণের পরিচয় ও স্বরূপ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পানিদূষণ মনুষ্যসৃষ্ট এক মারাত্মক সমস্যা। পানিদূষণে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ে বাংলাদেশ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। জাতিসংঘ প্রকাশিত World Water Development Report 2020 অনুসারে অব্যাহত জলবায়ু পরিবর্তন মূলত পানির মাধ্যমে জনজীবনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে। খরার প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বন্যার আধিক্যও লক্ষ করা যাবে। বিশেষত বন্যার কারণে পানির উৎস দূষিত ও স্যানিটেশনের সুবিধা নষ্ট করার ফলে সুপেয় পানি এবং স্যানিটেশন সেবা সবার জন্য পাওয়া একটি চ্যালেঞ্জ হতে পারে (UN 2020, 1)। সুতরাং মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের হুমকিস্বরূপ পানিদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষার জন্য পানিদূষণ প্রতিরোধে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সচেতন করার বিকল্প নেই।

২. 'জলাভূমি' অর্থ এমন কোনো ভূমি যেখানে পানির উপরিতল ভূমিতলের সমান বা কাছাকাছি থাকে বা যা সময়ে সময়ে স্বল্প গভীরতায় নিমজ্জিত থাকে এবং যেখানে সাধারণত ভেজা মাটিতে গাছপালা জন্মায় ও টিকে থাকে এমন উদ্ভিদাদি জন্মায় (Bangladesh Water Law 2013, 2.5)।

পানিদূষণ প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের বিধানাবলি ইসলামী নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা

বাংলাদেশ পানিদূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন প্রণীত হয়েছে। এ সকল আইনে পানিদূষণ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। অপরাধের মাত্রা বিবেচনায় এজন্য শাস্তির বিধানও রয়েছে। কিন্তু শাস্তি প্রদানই আইনের উদ্দেশ্য নয়; বরং প্রতিকারই হলো শাস্তি প্রদানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। তাই পানিদূষণ প্রতিরোধে শাস্তির বিধানাবলির পাশাপাশি পানিদূষণ প্রতিরোধের নির্দেশনা রয়েছে এমন যে সকল আইন বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করেছে, তা এ গবেষণায় পানিদূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক আইন হিসেবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পানিদূষণ প্রতিরোধে বাংলাদেশে ২০টিরও অধিক আইন ও বিধি রয়েছে। এ সকল আইনে পানিদূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন ধারা রয়েছে। কেননা পানিদূষণের সঙ্গে নদী, পুকুর, জলাশয়, সমুদ্র, পরিবেশ, ভূমি ইত্যাদির সম্পর্ক রয়েছে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পরিমণ্ডলে পানিদূষণ প্রতিরোধে স্থানীয় সরকার, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছাড়াও বিভিন্ন দফতর, অধিদফতরের দায়িত্ব রয়েছে। তাই বিভিন্ন আইনের ধারায় এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। পানিদূষণ-সম্পর্কিত আইনগুলো বিষয়বস্তুর আলোকে একটি সংক্ষিপ্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো।

ক্রম	বিষয়বস্তু	আইন/বিধিমালা/নীতি
১.	পানির অধিকার/মালিকানা	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
২.	ব্যক্তিগত পানি সরবরাহ	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬
৩.	পানীয় জলের মান সংরক্ষণ	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮
৪.	ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮, জাতীয় পানিনীতি, ১৯৯৯, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮
৫.	ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
৬.	বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮

ক্রম	বিষয়বস্তু	আইন/বিধিমালা/নীতি
৭.	কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহার	জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮
৮.	শিল্পক্ষেত্রে পানির ব্যবহার	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯
৯.	পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
১০.	পানি সংকটাপন্ন এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা : পানি মজুদে নিষেধাজ্ঞা	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
১১.	জলস্রোতে বাধা নিষিদ্ধ	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
১২.	নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ	বেড়িবাঁধ ও পয়ঃনিষ্কাশন আইন-১৯৫২, জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
১৩.	জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও পানিদূষণ	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫, বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮
১৪.	সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫
১৫.	জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬
১৬.	পানিদূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত গবেষণা	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ১৯৯০, পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২, জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩
১৭.	পানিদূষণের শাস্তি	জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩, বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮, সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০, মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০

ক্রম	বিষয়বস্তু	আইন/বিধিমালা/নীতি
১৮.	দূষিত পানি পানের শাস্তি	জেলা পরিষদ আইন, ২০০০, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯
১৯.	পানিদূষণ প্রতিরোধসহ পরিবেশ সংরক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
২০.	পরিবেশ আদালত : আইনের যথাযথ প্রয়োগ	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫, পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে পানি আইন নির্ধারণ করেছে। ইসলামী শরীয়া আইনের প্রধান দলিল চারটি। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এগুলোকে সর্বসম্মত মূলনীতি বলা হয় (IFB 2006, 213)। এগুলো ছাড়াও ইসলামী শরীয়ার মূলনীতি পরিপন্থী না হলে স্থানীয় রীতি বা প্রথাকেও ইসলামী আইন সম্মান প্রদর্শন করে এবং সম্পূরক উৎস হিসেবে তাকে স্বীকৃতি দেয় (Amin 2005, 1/4, 18)। শরীয়ার ভাষায় একে উরফ বলা হয়।[৩] সাধারণভাবে প্রত্যেকটি উরফকে আইনগত মর্যাদা দেয়া হয় না। কতগুলো শর্তে আদালত তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করে। শর্তগুলো নিম্নরূপ :

১. উরফ যুক্তিসম্মত হতে হবে। অর্থাৎ উরফ হবে এমন যা জনকল্যাণের স্বার্থে জড়িত।
২. উরফ অপরিহার্য হতে হবে। অর্থাৎ জনগণ তাকে ওয়াজিব ও জরুরি বলে বিশ্বাস করতে হবে।
৩. উরফ কল্যাণকর দেশীয় আইনের পরিপন্থী হলে তা পরিত্যক্ত ঘোষিত হবে।
৪. সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত জারি থাকা জরুরি। সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ অনুযায়ী জনগণের আমল প্রমাণিত হয়ে যাওয়াই যথেষ্ট (Amini 2004, 190)।

উরফ হলেই তা ইসলামী আইন হিসেবে গ্রহণ করা হবে না; বরং উপর্যুক্ত শর্তসাপেক্ষে তা ইসলামী আইন হিসেবে গৃহীত হবে। কেননা ইসলাম মানবজাতির কল্যাণকে তার শরীয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছে। মানুষের জীবন ও সম্পত্তি, ঈমান ও বুদ্ধিমত্তা এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিরাপত্তাই এই কল্যাণের মূলকথা। এই পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিকাশ ও নিরাপত্তার জন্য গৃহীত যাবতীয় কর্মকাণ্ডই জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী পানি আইনের যথার্থতাও এর মধ্যে নিহিত রয়েছে (Amin 2005, 1/4, 18)।

সর্বোপরি, পানিদূষণ প্রতিরোধ তথা পানি ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবি রাখে। ইসলাম পানি আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে

৩. উরফ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন : কল্যাণ, উত্তম, খারাপের বিপরীত, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি (Al-Zuhaylī ND, 2/104)। মুহাম্মদ তাকী আমীনী বলেন, পরিভাষায় উরফ হল, "কথা ও কাজে বিপুলসংখ্যক মানুষের অভ্যাস-এর নাম উরফ (Amini 2004, 187)।

উরফ তথা প্রথাগত পদ্ধতিকে ইসলামী নীতিমালাবিরোধী না হলে গ্রহণ করার নির্দেশনা দেয়। নিম্নে বাংলাদেশে পানিদূষণ প্রতিরোধে গৃহীত আইনি কাঠামোগুলো ইসলামী নির্দেশনার আলোকে পর্যালোচনা করা হলো।

১. পানির অধিকার/মালিকানা

জাতীয় পানিনীতি, ১৯৯৯-এর ৪.৩ অনুচ্ছেদে পানির অধিকার এবং বণ্টন-বিষয়ক নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- "পানির মালিকানা রাষ্ট্রের ওপর ন্যস্ত, ব্যক্তির ওপর নয়। পানির সুষম বণ্টন, দক্ষ উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার সুষ্ঠু বণ্টনের অধিকার সংরক্ষণ করে (MoWR 1999, Sec. 4.3)।" এছাড়াও বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩-এর ৩ নং ধারানুসারে রাষ্ট্র নাগরিকদের পক্ষে পানির মালিক। তবে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমির ভূ-উপরিস্থ পানির সকল অধিকার ভূমি-মালিকের। ভূমির মালিক কোনো ধরনের অপচয় ও অপব্যবহার ব্যতীত এ পানি ব্যবহার করতে পারবে। তবে রাষ্ট্র ব্যক্তিমালিকাধীন ভূমির ভূ-উপরিস্থ পানির অপচয় ও অপব্যবহার রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিকের প্রতি সুরক্ষা আদেশ ইস্যু করতে পারবেন।

ইসলামে পানির মালিকানা নীতি বুঝতে হলে ভূমির মালিকানা সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। কেননা ইসলামের ভূমি আইনের সঙ্গে পানি আইনের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ইসলামী দৃষ্টিকোণে ভূমি হচ্ছে আল্লাহর মালিকানাধীন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾

আসমান এবং জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহ্‌র (Al-Qurān, 2 : 284)।

মানুষ ভূমির ব্যবহারের অধিকারী, অর্থাৎ ব্যবহারের মাধ্যমেই এর সাময়িক মালিকানা লাভ করে। ইসলামে এ মালিকানাকে 'আমানতদার মালিকানা' বলা হয়। তা এই যে, মানুষ শ্রম ও মেধা দিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিবর্তিত করে ব্যবহার উপযোগী করে তোলে এবং মহাকালের ক্ষুদ্রতম সময়ের আওতায় অস্থায়ীভাবে সে তার অধিকারী হয় মাত্র, কখনো মূল মালিক হয় না (Kasem 1989, 9-10)। তবে ইসলামে এ ব্যক্তিমালিকানা কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে স্বীকৃত। সম্পদের কল্যাণকর ও সর্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ শর্তগুলো আরোপ করা হয়েছে। শর্তগুলো হলো- ভূমির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার, ভূমির কল্যাণকর ব্যবহার, যাকাত প্রদান, ভূমির অকল্যাণকর ব্যবহার রোধ, আইনানুগ দখলস্বত্ব, সুষম ব্যবহার, ভূমির দ্বারা যথার্থ উপকার লাভ, হালাল হারাম বিবেচনা (Rahman, 3/12, 61-62)। এ শর্তগুলো পরিপালনের পাশাপাশি বৈধ উপায়ে মালিকানা লাভ করতে হবে।

মহান আল্লাহ সকলের জন্য সমঅধিকার দিয়ে আমাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করেছেন। সুতরাং স্বাদু পানিতে সর্বজনীন ও সমতাভিত্তিক অধিকার অর্জনে ইসলাম-নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন করতে হবে। পুকুর, ঝিল, কূপ ও ঝরনা যদি ব্যক্তিমালিকানাধীন না হয়, তবে এসব থেকে উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ، وَالْكَلَإِ، وَالنَّارِ.

সকল মুসলমান তিনটি জিনিসের ক্ষেত্রে সমঅংশীদার : (ক) পানি, (খ) ঘাস ও (গ) আগুন (Ibn Mājah 1998, 2472)।

হাদিসের বর্ণনানুসারে পানি, চারণভূমি ও তার তৃণ এবং আগুন হচ্ছে সাধারণ সম্পত্তি। এগুলোর উপর সকল মুসলমানের স্বত্ব রয়েছে। যদিও এই পানি কারো মালিকানাধীন হয়, তবুও স্বাভাবিক অবস্থায় এ পানি অন্য মানুষও ব্যবহার করতে পারবে। এতে তাদের অধিকার রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এই পানি কেনাবেচা বৈধ নয়। অবশ্য মানুষ ও গবাদি পশুর পানি ও গোসল করার মতো প্রয়োজন ছাড়া সেচকাজে ব্যবহার করার জন্য জমির মালিকের অনুমতি নেয়া আবশ্যক। আর মালিকের নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে অনুমতি দান করা। কিন্তু অনুমতি দিলে যদি মালিকের নিজের সেচকার্যের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে, তবে সে অন্য লোকদেরকে এ পানি থেকে সেচকার্য করতে বারণ করতে পারবে। (IFB 2009, 477) অর্থাৎ, কূপ, খাল, সরোবর, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় ব্যক্তি মালিকানায় থাকতে পারে। এজন্যই ইসলামে তার বেচা-কেনা, দান-খয়রাত, অসিয়ত প্রভৃতি স্বীকৃত হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশের প্রচলিত আইনেও ইসলাম-নির্দেশিত কল্যাণকর ব্যবহারের আওতায় অপচয় ও অপব্যয় না করার শর্তে ব্যক্তিমালিকানার আওতায় পানির মালিকানা বর্ণিত হয়েছে। তাই পানির মালিকানার সঙ্গে পানিদূষণ প্রতিরোধের বিষয়টি জড়িত। বিদ্যমান আইনানুসারে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূ-উপরিস্থ পানির দূষণের জন্য ব্যক্তিই দায়ী। এজন্যই ইসলাম-নির্দেশিত পানির মালিকানাস্বত্বে পানির কল্যাণকর ব্যবহারের শর্তারোপ করা হয়েছে।

২. ব্যক্তিমালিকানায় পানি সংগ্রহ

পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ২৪ নং ধারানুসারে কোনো ব্যক্তি তার মালিকানাবহির্ভূত সরকারি ভূ-উপরিস্থ পানি জনস্বার্থের বাইরে নিজ প্রয়োজনে সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোনো পাম্পিং ও পরিশোধন সুবিধাদি নির্মাণ করতে পারবেন না। এক্ষেত্রে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তিকে নিবৃত্ত করতে ব্যবস্থা নেবে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুবিধা বন্ধ করে দেবে।

এ বিষয়টি ইসলামী আইনের সঙ্গেও সম্পর্কিত। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে পানি হচ্ছে আল্লাহর সম্পত্তি (হক্কুল্লাহ), দুনিয়ার মানুষের জন্য এটা তাঁর দান এবং এ প্রেক্ষিতে সকল মানুষ বিনামূল্যে পানি পাবার অধিকার সংরক্ষণ করে। অর্থাৎ পানি পানের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিমালিকানার সুযোগ নেই; বরং যে-কোনো স্থান থেকে যে-কারো পানি পানের অধিকার স্বীকৃত। (Amin 2009, 4/13, 86) ইসলাম অন্যকে পানি পান করানোকে বিশেষ সাওয়াবের কাজ হিসেবে বিবেচনা করে। তাই নিজ প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে পানি সংরক্ষণ করে না রেখে অন্যের ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে। ইসলাম অন্যকে পানি পান করানোকে বিশেষ সাওয়াবের কাজ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, সা'দ ইবনে উবাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

﴿قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ﴾

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, কোন সাদকা সর্বোত্তম? তিনি বলেলেন, অন্যকে পানি পান করানো (Ibn Mājah 1998, 3684)।

ইসলামের দৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানি দিতে অস্বীকার করা মারাত্মক অপরাধ। কেননা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পানির উপর মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষের অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে সর্বত্র পানির প্রাপ্যতা ও ব্যবহার সাধারণ নীতি। তবে কোনো ব্যক্তি নিজের জমিতে বা মালিকবিহীন খাস জমিতে কুয়া/কূপ খনন করলে খননকারী ঐ কুয়ার/কূপের ব্যক্তিগত মালিকানা লাভ করবে। এক্ষেত্রে তিনি এককভাবে এর সুবিধাভোগী এবং সেচের জন্য অন্য কাউকে পানি দিতে বাধ্য নন। অনুরূপ সমুদ্র বা নদীর পানি সরবরাহে যদি ব্যক্তিগতভাবে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করা হয়, তবে এটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিবেচিত হবে (Al-Zuhaylī 1989, Cited- Faruqui and others 2001, 37)।

৩. পানীয় জলের মান সংরক্ষণ

নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা পানিদূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রমের অন্যতম দিক। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনে পানীয় জল ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর ৩ নং ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত 'পরিবেশ অধিদপ্তর'-এর মহাপরিচালক অত্র আইনের ৪ ধারায় বর্ণিত পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণ, প্রশমনের লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্ধারিত কাজের পাশাপাশি পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান করবেন। এছাড়াও পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ১৭ ধারানুসারে 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ' সুপেয় পানি সংগ্রহ, শোধন, পাম্পিং, সঞ্চয় এবং সরবরাহের জন্য সরবরাহ-ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে এক বা একাধিক স্কিম প্রণয়ন করতে পারবে। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮-এর ২৯.১.থ ধারানুসারে উপজেলা পরিষদ জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ-বিষয়ে সর্বোচ্চ দুই বৎসর ছয় মাস মেয়াদের জন্য কমিটি গঠন করবে। একই আইনের ২৩ নং ধারানুসারে উপজেলা পরিষদ সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৫০ নং ধারানুসারে সিটি কর্পোরেশন দুই বছর ছয় মাসের জন্য একটি পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটি পানিদূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ আইনের তৃতীয় তফসিলের ৮.১ ধারানুসারে সিটি কর্পোরেশন নগরীতে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণের বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে। এছাড়াও স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ দ্বিতীয় তফসিলের ১০.১ ধারানুসারে পৌরসভা তার নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে পৌরসভার স্বার্থে সাধারণ ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করবে।

ইসলাম পানীয় জলের বিশুদ্ধতায় গুরুত্বারোপ করে। মহান আল্লাহ মানুষকে সুপেয় পানীয় জল পান করান। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَّ اَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا﴾

তোমাদেরকে পান করিয়েছি সুপেয় পানি। (Al-Qurān, 77:27)

বিদ্যমান এসকল আইনানুসারে রাষ্ট্রীয় বিধিবদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসন পানীয় জলের মান সংরক্ষণ, পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জনগণের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মহানবী ﷺ সর্বপ্রথম যেসকল মৌলিক চাহিদা পূরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পানি-সমস্যার সমাধান। মদিনায় একমাত্র 'রূমা' কূপ ছাড়া বাকি সবকটিই ছিল লবণাক্ত পানির কূপ। তখন 'রূমা' কূপ ব্যতীত সুপেয় পানির ব্যবস্থা ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ঘোষণা করেন, 'مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الجَنَّةُ' 'যে ব্যক্তি রুমা কূপটি খনন করে দেবে, সে জান্নাতী (Al-Bukhārī 1422 H, 2778)।' কিন্তু এ কূপটি ছিল জনৈক ইহুদির। উসমান রা. জনসেবার খাতিরে ২০ হাজার দিরহামের বিনিময়ে কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করেছিলেন (Haque 2013, 78)।

তবে ইসলাম রাষ্ট্রের দায়িত্ব দেয়ার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের করণীয় নির্ধারণ করেছে। কেননা নিরাপদ খাবার পানি প্রাপ্তির প্রধান শর্ত হলো পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা। আমরা নিজেরাই যদি পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে না পারি, তাহলে নিরাপদ খাবার পানি পাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ইসলাম পানির বিশুদ্ধতা নষ্ট করাকে নিষিদ্ধ করেছে। খাবার পানি যাতে ধুলা-ময়লা বা অন্য কোনো কিছুর দ্বারা দূষিত না হয় সেজন্য পানির পাত্রের মুখ বন্ধ রাখতে এবং ঢেকে রাখতে ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَعْرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا.

তোমার পানি রাখার পাত্রের মুখ বন্ধ রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখো এবং আল্লাহর নাম স্মরণ করো। সামান্য কিছু দিয়ে হলেও তার উপর দিয়ে রেখে দাও (Al-Bukhārī 1422 H, 3280)।

ইসলাম পানীয় জলের পবিত্রতা রক্ষায় পাত্রে মুখ দিয়ে না খেতে নির্দেশনা দিয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ পান পাত্র (কলসি, জগ, বোতল) কাত করে তার মুখ দিয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন (Muslim 1999, 2023)।

ইসলাম পানিদূষণে নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি পানপাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ করতেও নিষেধ করেছে। পানপাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে পাত্রের পানি দূষিত হতে পারে, তাই

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষার্থে পানপাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ থেকে বিরত থাকতে হবে। আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْاِنَاءِ

তোমাদের কেউ যেন পানি পান করার সময় পানপাত্রে নিঃশ্বাস ত্যাগ না করে (Al-Bukhārī 1422 H, 153)।

৪. ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা

পানিদূষণ প্রতিরোধে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভূ-উপরিস্থ পানির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানিদূষণের পরিমাণ কমিয়ে আনা এবং দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব কমানো সম্ভব। ভূ-উপরিস্থ পানি বলতে নদ-নদী, প্রাকৃতিক জলাধার, কূপ ইত্যাদিকে বোঝানো হয়। জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯-এর ৪.১ নদী অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, ৪.২ পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, ৪.৬ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা, ৪.১৩ হাওড়, বাঁওড়, বিল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি অনুচ্ছেদে ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় দিকসমূহ হলো-

ক. জলাধার সংরক্ষণ : বর্তমান প্রেক্ষাপটে পানিদূষণের একটি বড় কারণ হলো বিভিন্ন প্রাকৃতিক জলাধার ভরাট করে স্থাপনা নির্মাণ। এর ফলে পানির প্রবাহ বিনষ্ট হয়, জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়, পানিদূষণ চরম আকার ধারণ করে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ২২ ধারানুসারে যথাযথ অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে, নির্বাহী কমিটি কোনো প্রাকৃতিক বা অন্য কোনো কারণে সুপেয় পানির তীব্র সংকট থাকায় সুপেয় পানির উৎস হিসাবে কোনো দীঘি, পুকুর বা অনুরূপ কোনো জলাধার সংরক্ষণের জন্য এর মালিক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সুরক্ষা আদেশ প্রদান করতে পারবে। এ সুরক্ষা আদেশ অমান্য করলে এ আইনের ২৯ ধারানুসারে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়াও জেলা পরিষদ আইন, ২০০০-এর প্রথম তফসিলের ৬৫ ধারানুসারে জেলা পরিষদ পানি নিষ্কাশন, পানি সরবরাহ ব্যবস্থা, ভূ-উপরিস্থ সুপেয় পানির জলাশয় সংরক্ষণ করবে।

খ. জলাধারের সমগ্র পানি আহরণে বিধি-নিষেধ : বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ২৬ ধারানুসারে ব্যক্তিমালিকানাধীন নয় এমন কোনো জলাধারের সমগ্র পানি আহরণ করে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করা যাবে না। এ বিধান অমান্য করার ক্ষেত্রে আইনের ২৯ ধারানুসারে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

গ. জলাধার ভরাট করতে বাধা-নিষেধ: বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬.ঙ ধারানুসারে, জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনোভাবে শ্রেণি পরিবর্তন করা যাবে না। যদি কেউ এ আইন লঙ্ঘন করে তাহলে এ আইনের ১৫.৮ ধারানুসারে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা

অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ঘ. ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ : উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ আইনের ২৩ নং ধারানুসারে উপজেলা পরিষদ দ্বিতীয় তফসিলে উল্লিখিত কার্যাবলির আওতাভুক্ত হিসেবে ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সরকারের নির্দেশনা অনুসারে উপজেলা পরিষদ ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

ঙ. বিশেষ ক্ষেত্রে অভিকর আরোপ : ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় বিশেষ ক্ষেত্রে অভিকর আরোপ করার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সামুদ্রিক লোনা পানি থেকে রক্ষা ইত্যাদি প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময় বাঁধ নির্মাণ করে থাকে। এ সকল বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধ সংশ্লিষ্ট স্থানের জমিতে বিশেষ সুবিধার সৃষ্টি হয়, তাই সরকার এ জমিতে কর আরোপ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যাতে সংগৃহীত কর থেকে সুবিধাবঞ্চিত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২ প্রণীত হয়, এ আইনের ৪ নং ধারানুসারে সরকার কর্তৃক চিংড়ি চাষ এলাকায় নির্মিত বাঁধ বা খননকৃত খাল বা স্থাপিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবয়বের ফলে কোনো জমি উপকৃত হলে বা উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সরকার উক্ত এলাকায় প্রজ্ঞাপনের নির্ধারিত হারে অভিকর আরোপ ঘোষণা করতে পারে। অর্থাৎ, সরকারি পানি ব্যবস্থাপনায় কারো অসুবিধা হলে যেমন ক্ষতিপূরণ পাওয়ায় অধিকার রয়েছে, তেমনি সরকারি বাঁধ নির্মাণের ফলে কারো বিশেষ সুবিধা অর্জিত হলে সে সুবিধার বিপরীতে সরকার কর আরোপ করার অধিকার রাখে।

চ. প্রাকৃতিক জলাধারের উপর স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ : দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০-এর ৫ নং ধারানুযায়ী প্রাকৃতিক জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গায় স্থাপনা নির্মাণ, অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা, ভাড়া বা ইজারা বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর করা যাবে না। এ বিধান অমান্য করলে এ আইনের ৮.১ নং ধারানুসারে তিনি অনধিক ৫ বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন এবং ৮.৩ ধারানুসারে পানিদূষণ প্রতিরোধে পানির প্রবাহ নষ্ট করে জলাধারের উপর নির্মিত যে-কোনো স্থাপনা ভেঙে ফেলা হবে এবং তার অবকাঠামো বাজেয়াপ্ত করা হবে।

ছ. ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামো নির্মাণ : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর ৩ নং ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা 'পানি উন্নয়ন বোর্ড' এ আইনের ৬.১ ধারানুসারে নদী ও নদী অববাহিকা নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পানি নিষ্কাশন, সেচ ও খরা প্রতিরোধের লক্ষ্যে জলাধার, ব্যারেজ, বাঁধ,

রেগুলেটর বা অন্য যে-কোনো অবকাঠামো নির্মাণ, সেচ, মৎস্য চাষ, নৌ-পরিবহন, বনায়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও পরিবেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পানি প্রবাহের উন্নয়ন কিংবা পানি প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তনের জন্য জলপথ, খাল-বিল ইত্যাদি পুনঃখনন করবে।

জ. ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব : বাংলাদেশের স্থানীয়সরকারসমূহ হল- ১. জেলা পরিষদ, ২. উপজেলা পরিষদ ও ৩. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ইউনিয়ন পরিষদ। স্থানীয় সরকার পানি ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব পালন করবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৫০.১ ধারানুসারে সিটি কর্পোরেশন দুই বছর ছয় মাসের জন্য পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি গঠন করবে এবং এ আইনের তৃতীয় তফসিলের ৮.২ ধারানুসারে কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় বিবেচনা করলে অথবা সরকার নির্দেশ দিলে পানি সরবরাহ, সঞ্চয় ও বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে পানি সরবরাহ প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারবে। স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ২৩ নং ধারানুসারে ইউনিয়ন পরিষদ কূয়া, পানি তোলার কল, জলাধার, পুকুর এবং পানি সরবরাহের অন্যান্য উৎসের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করবে।

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় জলাধার সংরক্ষণ, জলাধারের সমগ্র পানি আহরণে বিধি-নিষেধ, জলাধার ভরাট করতে বাধা-নিষেধ, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প গ্রহণ, বিশেষ ক্ষেত্রে অভিকর আরোপ, প্রাকৃতিক জলাধারের উপর স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ, ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় অবকাঠামো নির্মাণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানির আধার ঝরনা, নদ-নদী সৃষ্টির মাধ্যমে মহান আল্লাহ এ পৃথিবীকে আমাদের বসবাসের উপযোগী করে গড়ে করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ جَعَلَ خِلٰلَهَاۤ اَنْهٰرًا وَّ جَعَلَ لَهَا رَوَاسِیَ وَ جَعَلَ بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزًا﴾

বরং তিনি, যিনি জমিনকে আবাসযোগ্য করেছেন এবং তার মধ্যে প্রবাহিত করেছেন নদী-নালা। আর তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা এবং দুই সমুদ্রের মধ্যখানে অন্তরায় সৃষ্টি করেছেন (Al-Qurān, 27:61)।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীকে সুরক্ষায় এর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং দূষণ থেকে বিরত থাকা। কেননা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট বিপর্যয়ের ফলে যদি পানির উৎসসমূহ পানিশূন্য হয়ে পড়ে তাহলে আমরা পানি সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম হব না। সুতরাং মহান আল্লাহর অশেষ নেয়ামত পানিকে সংরক্ষণ করা প্রতিটি মুসলমানের আবশ্য কর্তব্য। বিনা কারণে তা নষ্ট করা হারাম, ব্যবহারের ক্ষেত্রে পানির অপচয় করা মাকরূহ এবং কোনো কিছুর মাধ্যমে পানিকে দূষিত করা যাবে না (Al-'Adawī 1994, 75)। সর্বোপরি, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিমিত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে পানিদূষণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা

পাওয়া সম্ভব। তাই ইসলাম পানি ব্যবহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বনে আদেশ দিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: «مَا هَذَا السَّرَفُ» فَقَالَ: اَفِي الْوُضُوءِ اِسْرَافٌ، قَالَ: نَعَمْ، وَاِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرٍ جَارٍ.

একদা নবী ﷺ সাহাবী সা'দ-এর উযু করার সময় তাঁর নিকট দিয়ে গমন করেছিলেন। তিনি সা'দকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে সা'দ! এ অপব্যয় কেন? তখন তিনি বললেন : পানিতেও কি অপব্যয় আছে? রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তুমি একটি চলমান নদীতেও যদি থাক তবে সেখানেও অপচয় হতে পারে (Ibn Mājah 1998, 425)। কোনো ব্যক্তি তার প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি অন্যকে দিতে অস্বীকার করতে পারে না, অস্বীকারকারীর জন্য ইসলাম শাস্তির বিধান রেখেছে। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ.

কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি আল্লাহ দৃষ্টিপাত করবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এক ব্যক্তি- যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে, অথচ সে মুসাফিরকে তা দিতে অস্বীকার করে (Al-Bukhārī 1422 H, 2358)।

সুতরাং কারো ব্যবহারের অতিরিক্ত কোনো পানি থাকলে তা ব্যবহারে কাউকে বাধা দেয়া যাবে না। এ সম্পর্কে হাদিসের বাণী,

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ

অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করতে যেন কাউকে নিষেধ করা না হয় (Al-Bukhārī 1422 H, 3/110)।

মুসলিম মনীষীগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইসলামী সমাজ পানিকে নিম্নোক্ত শ্রেণিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সরবরাহ করবে। প্রথমত, ঘরোয়া উদ্দেশ্যে (তৃষ্ণা নিবারণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির জন্য), দ্বিতীয়ত, গৃহপালিত প্রাণীর খাবার জল, তৃতীয়, কৃষিকাজের জন্য (Mallat 1995, 129)। সুতরাং স্থানীয় সরকার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করবে।

৫. ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা

পানি ব্যবস্থাপনায় ভূগর্ভস্থ পানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পানিদূষণের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার ভূ-উপরিস্থ পানি প্রতিনিয়ত ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। তাই মানুষ ভূগর্ভস্থ পানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। অথচ ভূগর্ভস্থ পানি হলো সুপেয় পানি, সুতরাং যথাযথ পরিকল্পনা ব্যতীত সুপেয় পানি কৃষিক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলে অচিরেই সুপেয় পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। তাই ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বারোপ করতে হবে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ১৯

নং ধারায় সরকার কর্তৃক ভূগর্ভস্থ পানি আহরণের নিরাপদ সীমা নির্ধারণ এবং গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপনে বিধি প্রণয়নের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানিধারক স্তর হতে পানির নিরাপদ আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাহী কমিটি, এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, সুরক্ষা আদেশ দ্বারা যে-কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারবে। ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রশাসনের অনুমোদন ব্যতীত পানীয় জলের জন্য কোনো নতুন কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন অথবা পানি সরবরাহের জন্য অন্য কোনো উৎসের ব্যবস্থা করা যাবে না। যা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিলের ৮.৫ ধারায় এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ১১.২ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। ইসলামে ভূগর্ভস্থ পানির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ দিকে ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّأْتِيكُمْ بِمَآءٍ مَّعِينٍ﴾

বল, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায়, তাহলে কে তোমাদেরকে বহমান পানি এনে দিবে? (Al-Qurān, 67:30)

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿اَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾.

কিংবা তার পানি মাটির গভীরে চলে যাবে, ফলে তা তুমি কোনোভাবেই খুঁজে পাবে না (Al-Qurān, 18:41)।

মহান আল্লাহ মানুষের উপকারার্থে ভূগর্ভে পানির আধার সৃষ্টি করেছেন। ফলে মানুষ তা দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে এবং পান করে। কিন্তু মানুষ আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করলে আল্লাহ ভূগর্ভস্থ পানিকে এত নিচে নামিয়ে দেবেন যে, মানুষ তা ব্যবহারে সক্ষম হবে না। সুতরাং ভূর্গস্থ পানি সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, এজন্য প্রয়োজনীয় কূপ, নালা খনন করতে হবে, যাতে ভূর্গস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার সম্ভব হয়। ইসলাম পানির নালা বা কূপ খনন করাকে বিশেষ ফজিলতের কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সঙ্গে (তার আমলনামায়) যুক্ত হয় তা হল- যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসি সূত্রে রেখে গেছে অথবা মসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সঙ্গে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে (Ibn Mājah 1998, 242)।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভূগর্ভস্থ পানির সুরক্ষায় ব্যক্তিমালিকানাধীন নালা, কূপ এবং অন্যান্য উৎসের মালিকানার সঙ্গে হরিমের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মালিকানা জারি করেছেন, যার উপর নতুন কূপ খনন নিষিদ্ধ ছিল যাতে ভূগর্ভস্থ পানির মানের ক্ষতি না করা বা পরিমাণ কমিয়ে না দেয়া হয় (Yahya 1896, 75)।

৬. বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা

বৃষ্টির পানি প্রাকৃতিকভাবে পানিদূষণ প্রতিরোধে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বৃষ্টির পানির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকায় এ বৃষ্টির পানিই শহরাঞ্চলে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে পানিদূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬ এর ১৭.২ ধারার ঘ উপধারায় বর্ণিত হয়েছে, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ নিষ্কাশন সুবিধার জন্য ময়লা নির্গমন প্রণালি নির্মাণ ও সংরক্ষণ করবে। এছাড়াও জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর প্রথম তফসিলের ৬৫ ধারানুসারে জেলা পরিষদ বৃষ্টির পানি যথাসম্ভব সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর ৬.১ ধারার ছ উপধারানুসারে 'পানি উন্নয়ন বোর্ড' সেচ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানীয় জল আহরণের লক্ষ্যে বৃষ্টির পানি ধারণ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

মহান আল্লাহ পর্বতের ঝরনা, জলাভূমি, নদ-নদী, বৃষ্টি, ভূগর্ভস্থ জলাধার ইত্যাদিতে মানুষের প্রয়োজনীয় পানি দিয়েছেন। পৃথিবীর মোট আয়তনের চারভাগের তিন ভাগ পানি। কিন্তু সকল পানি পানের উপযোগী নয়। এ বিশাল আয়তনের পানির ভাণ্ডার, সাগর-মহাসাগরে, নদ-নদীতে, খাল-বিলে, বায়ুমণ্ডলে এবং ভূগর্ভের বিভিন্ন স্তরে ঘুরছে। সাগর, মহাসাগরের পানি বাষ্পীয়ভবনের মাধ্যমে উপরে ওঠে এবং জলীয় কণায় ঘনীভূত হয়ে মেঘ তৈরি করে। এরপর বৃষ্টিধারায় ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। বৃষ্টির পানি কিছু পরিমাণ ভূগর্ভে সংরক্ষিত হয়। অবশিষ্ট পানি নদ-নদীর দিকে প্রবাহিত হয়। এভাবে সৃষ্টির শুরু থেকে সমগ্র পানি আকাশ ও জমিনের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরছে। পানির ঘূর্ণনপ্রকৃতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدْرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِي الْاَرْضِ﴾

আমরা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে। অতঃপর তা জমিনে সংরক্ষণ করি (Al-Qurān, 23:18)।

এখানে আকাশ থেকে বর্ষিত পানি অর্থ বৃষ্টির পানি। আর তা জমিনে সংরক্ষণ করি অর্থ মহান আল্লাহ এ পানি জমা করেন নদী-নালায়, পুকুর ও বিভিন্ন জলাশয়ে, যাতে মানুষ সেগুলো থেকে নির্বাহ করতে পারে তাদের প্রয়োজন (Sanaullah 2003, 8/214)। এ আয়াতের মর্মার্থ দৃশ্যমান অর্থে মওসুমী বৃষ্টিপাত বোঝা গেলেও আয়াতের শব্দ বিন্যাস থেকে বোঝা যায় যে, সৃষ্টির সূচনাতেই মহান আল্লাহ একই সঙ্গে এমন পরিমিত পরিমাণ পানি পৃথিবীতে নাযিল করেছিলেন যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত এ পৃথিবীর সমগ্র প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। এ পানিই ভূঅভ্যন্তরে সংরক্ষিত রয়েছে। এ ভূগর্ভস্থ পানির সাহায্যে সাগর ও মহাসাগরের জন্ম

হয়েছে এবং ভূগর্ভেও পানি আধার সৃষ্টি হয়েছে। এখন এ পানিই ঘুরে-ফিরে উষ্ণতা, শৈত্য ও বাতাসের মাধ্যমে বর্ষিত হতে থাকে। মেঘমালা, বরফাচ্ছাদিত পাহাড়, সাগর, নদী-নালা, ঝরনা ও কুয়া ইত্যাদির মাধ্যমে এ পানিই পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ছাড়িয়ে দিয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ﴾

আমি তা আবার অপসারণ করতেও সক্ষম (Al-Qurān: 23:18)।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ বুঝিয়েছেন, আমি যদি বৃষ্টি বর্ষণের ইচ্ছা না করি বরং অনাবৃষ্টির ইচ্ছা করি এবং বর্ষণের পর ঐ পানি জঙ্গল ও অনুর্বর এলাকায় প্রবাহিত করার ইচ্ছা করি তবে এমনও করতে পারি। যদি আমি ঐ পানিকে তিক্ত করে পানের ও ফসল উৎপাদনের অনুপযুক্ত করতে ইচ্ছা করি তবে তা করতে পারি। আমি ইচ্ছা করলে বৃষ্টির পানি জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিয়ে কেবল ভূমির উপরিভাগে রেখে দিতে পারি। আবার ইচ্ছা করলে তাকে আমি তোমাদের নাগালের বাইরেও বর্ষণ করতে পারি। তখন তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারতে না। কিন্তু মহান আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। তিনি স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদের প্রতি সুমিষ্ট পানি বর্ষণ করেন। জমিনের অভ্যন্তরে স্থির রাখেন। তোমারা এর দ্বারা উপকৃত হও (Ibn Kathīr 2014, 7/533)। অথবা এর দ্বারা মহান আল্লাহ এমনটা বুঝিয়েছেন, ওই বৃষ্টির পানিকে আমি আবার করে দিতে পারি বাষ্পাকারে অন্তর্হিত অথবা পানের অযোগ্য কিংবা পৌঁছে দিতে পারি মানুষের আওতাবহির্ভূত গভীর অতলে। অর্থাৎ আমি যদি পৃথিবীতে পতিত বৃষ্টির পানি অন্তর্হিত করে দিতে চাই, তবে তোমরা প্রচুর বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও পিপাসায় পানি পাবে না (Sanaullah 2003, 8/214)। তাই বৃষ্টির পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কেননা এ বৃষ্টির পানিই পৃথিবীর পানিচক্রের মূল চালিকাশক্তি। সুতরাং বৃষ্টির পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে পানিদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব হবে।

৭. কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহার

কৃষি পানির উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনায় দেশের নদী অববাহিকা, ভূগর্ভস্থ পানি, বৃষ্টির পানি ইত্যাদি নানাভাবে জড়িত। এ খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা পানিদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা হিসেবে প্রতীয়মান। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ২০১৮ এর ৪ নং ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থা 'বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন'এ আইনের ১১ নং ধারানুসারে সেচকার্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে লিফট, পাম্প, গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন এবং অন্যান্য সেচ উপকরণ সংরক্ষণ ও সরবরাহ; সেচনালা এবং সেচ ও ফসল রক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত ও উন্নয়ন; সেচযন্ত্র, সেচ এলাকা, পানিসম্পদ, পানির গুণাগুণ, স্তর ও প্রাপ্যতার জরিপ পরিচালনা এবং সমীক্ষা, গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ডাটা ব্যাংক তৈরি; কৃষিকাজে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ ও বৃষ্টির

পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার, ভূগর্ভস্থ পানির পুনর্ভরণ; সেচদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পানিসম্পদের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই প্রযুক্তি গ্রহণ; সেচকার্যে ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করবে। এছাড়াও জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ এর ৪.৭ অনুচ্ছেদে 'পানি ও কৃষি' শিরোনামে কৃষিক্ষেত্রে পানির ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর প্রথম তফসিলের ৩৯ ধারানুসারে জেলা পরিষদ কৃষিকাজে ব্যবহার্য পানি সরবরাহ, জমানো ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

কৃষিক্ষেত্রে পানি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশে গৃহীত আইনসমূহে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় নদী-নদী সংস্কার, খাল-বিল খনন, সেচদক্ষতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনায় নলকূপ স্থাপনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়ার বাধ্যবাধকতা দেয়া হয়েছে। ইসলামও কৃষিকাজে পানির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِیْهِ تُسِیْمُوْنَ. یُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّیْتُوْنَ وَ النَّخِیْلَ وَ الْاَعْنَابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ.اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

তিনিই সে সত্তা, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যাতে রয়েছে তোমাদের জন্য পানীয় এবং তা থেকে হয় উদ্ভিদ, যাতে তোমরা জন্তু চরাও। তার মাধ্যমে তিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন ফসল, যাইতুন, খেজুর গাছ, আঙ্গুর এবং সকল ফল-ফলাদি। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে এমন কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে (Al-Qurān, 16:10-11)।

কৃষিকাজের প্রাণ হচ্ছে পানি। পানি দ্বারাই মানুষ বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপন্ন করে থাকে। ইসলামও পানি সমস্যার সমাধানে খাল-বিল খনন করতে নির্দেশনা দেয়। কেননা কৃষিক্ষেত্রে সেচকার্যের জন্য প্রয়োজন অধিক পরিমাণ খাল খনন। আর এ সকল ব্যয় বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার বহন করবে। উমর রা. -এর শাসনামলে বিজিত ভূমিতে বাঁধ নির্মাণ, পুকুর খনন এবং পানি সরবরাহের জন্য খাল ও স্লুইসগেট নির্মাণ করে সেচের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। একমাত্র মিসরেই এ সমস্ত কাজে দৈনিক এক লক্ষ বিশ হাজার লোক নিয়োজিত ছিল এবং তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়েছিল সরকারী কোষাগার থেকে (Azam 1903 H, 2/342)।

একই সঙ্গে অপচয় রোধ করে মিতব্যয়িতার সঙ্গে পানি ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা হলো পানাহারে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾

তোমরা পানাহার করে কিন্তু অপচয় করে না (Al-Qurān: 7:31)।

কৃষিক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের তারতম্যের উপর তথা বৃষ্টির পানি ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারে কৃষকের কৃষিব্যয়ের উপর নির্ভর করে ইসলাম তার ফসলের যাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُیُونُ اَوْ كَانَ عَثَرِیًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِیَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ

বৃষ্টি ও প্রবাহিত পানি দ্বারা সিক্ত ভূমিতে উৎপাদিত ফসল বা সেচ ব্যতীত উর্বরতার ফলে উৎপন্ন ফসলের উপর (দশমাংশ) উশর ওয়াজিব হয়। আর সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের উপর অর্ধ-উশর (বিশ ভাগের এক ভাগ) ওয়াজিব হয় (Al-Bukhārī 1422 H, 1483)।

বৃষ্টির পানি কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার সম্পর্কে ইসলামের বিধান হলো- যে বা যারা মালিকানামুক্ত জমিতে পানির আধার তৈরি করবে সে বা তারাই সেচের একক স্বত্ব ভোগ করবে। এছাড়াও বৃষ্টির পানি যে জমিতে পতিত হয় সে জমির মালিকের উপর পানির মালিকানা বর্তায়। অবশ্য ফসল মরে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে সেচের জন্য বৃষ্টির পানি দিতে অস্বীকার করা যায় না, ফসল রক্ষার জন্য পানি ভাগাভাগি করতে হবে (Al-Jundī 1426 H, 1/201)।

৮. শিল্পক্ষেত্রে পানির ব্যবহার

পানি ব্যবহারে আরেকটি মৌলিক ক্ষেত্র হলো শিল্প কল-কারখানায়। শিল্পক্ষেত্রে পানি ব্যবহার এবং শিল্পবর্জ্য পানিতে নিক্ষেপের ফলে পানি দূষিত হয়। এ সম্পর্কে জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ এর ৪.৮ অনুচ্ছেদে 'পানি ও শিল্প' শিরোনামে শিল্পক্ষেত্রে পানির ব্যবহার বিষয়ক নির্দেশনা তুলে ধরা হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ১২.১ ধারানুসারে পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোনো এলাকায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না, এ বিধান অমান্য করলে এ আইনে ১৫.১২ অনুসারে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা, অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

শিল্প উদ্ভাবনে ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছে। যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল শিল্পক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন এবং উম্মতদেরকে শিল্পকর্মে উৎসাহ দিয়েছেন। শিল্প উদ্ভাবনকে মহান আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এজন্য শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নবীগণ কোনো না কোনো শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। নূহ আ. জাহাজ নির্মাণ করেছেন (Muslim 1999, 543)। এছাড়াও দাউদ আ.-কে মহান আল্লাহ বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন (Al-Qurān: 21:80)। শিল্পক্ষেত্রে পানির ব্যবহার লক্ষণীয়। ইসলাম শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ দিলেও পানিদূষণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। সুতরাং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানিদূষণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিল্প কারখানা পরিচালনা করতে হবে। ইসলামী শরীয়ায় নদী, হ্রদ, হিমবাহ, জল ও সমুদ্র এবং তুষার এবং বৃষ্টিপাতের পানি গণঅধিকারভুক্ত সম্পত্তি। পরিবেশ দূষণ অথবা জনসাধারণের ক্ষতি না করে সকলেরই কৃষি, শিল্প-কারখানা যেকোনো কাজে এ পানি ব্যবহার করার অধিকার রয়েছে। সরকার ততক্ষণ পর্যন্ত এ পানি ব্যবহারে বাধা দিবে না যতক্ষণ না এই ব্যবহার জনকল্যাণ পরিপন্থী,

পরিবেশের ক্ষতি বা অপচয় করে (Al-Zuhaylī 1992, Cited- Faruqui and others 2001, 89-90)। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে পানি ব্যবহারের বৈধতা রয়েছে, তবে কোনো অবস্থাতেই পরিবেশ দূষণ করা যাবে না।

৯. পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন পানিদূষণ প্রতিরোধ কার্যক্রমের অন্যতম দিক। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করে। এ আইনের ২ ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ' এ আইনের ১৭.২ ধারানুসারে স্বাস্থ্য-পয়ঃ এবং শিল্প-বর্জ্য সংগ্রহ, পাম্পিং, প্রক্রিয়ায়ন এবং অপসারণের জন্য পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা নির্মাণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একইসঙ্গে এ আইনের ২৪ নং ধারানুসারে কেউ সরকারি পয়ঃলাইনের সঙ্গে নিজ পয়ঃলাইন সংযোগ দিতে পারবেন না। উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর দ্বিতীয় তফসিল ধারানুসারে উপজেলা পরিষদ স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করবে। উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এর ৪.৮.২.ক পরিচ্ছেদে বিশুদ্ধ পানির সরবরাহ ও বিধি মোতাবেক বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণসহ নতুন শিল্পাঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা রয়েছে এবং ৪.৮.২.গ পরিচ্ছেদে বড় শহরে পয়ঃশোধন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশনা রয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলের ৩.১ ধারানুসারে পৌরসভা এর অধীন সকল জনপথ, সাধারণ পায়খানা, প্রস্রাবখানা, নর্দমা, ইমারত ও জায়গা হতে আবর্জনা সংগ্রহ ও অপসারণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসঙ্গে দ্বিতীয় তফসিলের ৩.২ ধারানুসারে পৌরসভা নগরীর বিভিন্ন স্থানে ময়লা ফেলার পাত্র বা আধারের ব্যবস্থা করবে এবং যেখানে ময়লা ফেলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পৌরসভা সাধারণ নোটিশ দিয়ে নির্দেশ প্রদান করবে। আর যদি কেউ রাস্তা বা জনসাধারণের জায়গায় বা কোনো সেচখালে ময়লা ফেলে, গৃহের নর্দমার লেন জনসাধারণের সড়কের পানি নিষ্কাশন লেনে সংযোগ দেয়, আবাসিক এলাকার সন্নিকটে কোনো পুকুর বা ডোবায় শন, পাট অথবা অন্য কোনো গাছ-পালা নিমজ্জিত করে, পৌরসভার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পয়ঃবর্জ্য বা যে-কোনো বর্জ্য যথাস্থানে রাখতে ব্যর্থ হয় তবে এ আইনের ১০৯ ধারানুসারে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ৫০.১ ধারানুসারে সিটি কর্পোরেশন দুই বছর ছয় মাসের জন্য একটি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি; একটি পানি ও বিদ্যুৎ স্থায়ী কমিটি; একটি পরিবেশ উন্নয়ন স্থায়ী কমিটি; একটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা স্থায়ী কমিটি গঠন করবে। এ কমিটিগুলো পানিদূষণ প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ আইনের তৃতীয় তফসিলের ৮.৬ ধারানুসারে পানীয় জলের জন্য ব্যবহৃত কোনো বেসরকারি পানি সরবরাহের উৎসের মালিক বা নিয়ন্ত্রণকারীকে কর্পোরেশন নোটিশ দ্বারা একে যথাযথ অবস্থায় রাখিবার এবং সময় সময় এর পলি, আবর্জনা ও পচনশীল দ্রব্যাদি অপসারণ করার নির্দেশ দিতে পারবে।

একইসঙ্গে এ আইনের তৃতীয় তফসিলের ৮.৭ ধারানুসারে কর্পোরেশন নগরীতে পানি নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশন নর্দমার ব্যবস্থা করবে এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে নর্দমাগুলো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করবে এবং পরিষ্কার রাখবে।

পানিদূষণের অন্যতম কারণ হলো পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন আইন দ্বারা পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিধানাবলি বাস্তবায়ন করেছে। ইসলাম পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। যেখানে সেখানে খোলাস্থানে পয়ঃবর্জ্য রাখলে তথা মলমূত্র ত্যাগ করলে পরিবেশ দূষিত হয়ে নানা ধরনের রোগব্যাধি ছড়ায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় ও ছায়াযুক্ত এমন স্থান যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয় সেখানে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

﴿اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، اَوْ فِي ظِلِّهِمْ﴾

তোমরা লানতকারী দুটি কাজ থেকে দূরে থাকো। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, লানাতের সে কাজ দুটি কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, মানুষের (যাতায়াতের) রাস্তায় অথবা গাছের ছায়ায় (বিশ্রাম নেয়ার স্থানে) প্রস্রাব পায়খানা করা (Muslim 1999, 269/68)।

জনসমাগম থেকে দূরে পায়খানা-প্রস্রাব করবে, যেন দুর্গন্ধ মানুষের নাকে না আসে। মুগীরা ইবনে শু'বা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ، فَقَالَ: يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الْاِدَاوَةَ ، فَاَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّى، فَقَضٰى حَاجَتَهُ.

আমি কোনো এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন : হে মুগীরা! লোটাটি নাও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে প্রয়োজন সমাধা করলেন (Al-Bukhārī 1422 H, 363)।

মুগীরা ইবনে শু'বা রা. আরও বলেন,

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَاَتَى النَّبِيُّ ﷺ حَاجَتَهُ فَاَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ

আমি কোনো এক সফরে নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করিম ﷺ-এর মলত্যাগের প্রয়োজন হলে তিনি অনেক দূরে চলে গেলেন। (Al-Tirmidi 1395, 20)

ময়লা-আবর্জনা যেখানে সেখানে না ফেলা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ইহুদিদের অভ্যাস ছিলো ঘর-বাড়ির পাশেই ময়লা-আবর্জনা ফেলা, জমা করে রাখা। ফলে তাদের বাড়ি-ঘরের পুরো পরিবেশটি দুর্গন্ধময় হয়ে যেত। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদেরকে ইয়াহুদিদের বিপরীত করে ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখার জোর তাগিদ দিয়ে বলেন :

إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ،نَظِيْفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ،كَرِيْمٌ يُحِبُّ الكَرَمَ،جَوَادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظِّفُوا اَفْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ভালোবাসেন। তিনি নির্মল-পরিষ্কার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে পছন্দ করেন। তিনি সুমহান, মহত্ত্বকে ভালোবাসেন। তিনি দানশীল, বদান্যতা ভালোবাসেন। সুতরাং তোমরা ঘর-বাড়ির আঙ্গিনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখো এবং সেগুলোকে ইয়াহুদিদের মত (অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় করে) রেখো না (Al-Tirmīdhī 1395, 2799)।[৪]

ইসলাম যেকোনো পচা জিনিসকে মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশনা দেয়। এ বিষয়টি বোঝা যায় এভাবে যে, ইসলাম মানুষের মৃত্যুর পর মৃতদেহ কবরস্থ করার বিধান প্রবর্তনের এটাও একটা কারণ যে, মৃতদেহ পঁচে যেন দুর্গন্ধ না ছড়ায়। মৃতদেহ কবরস্থ করা সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَّبْحَثُ فِي الْاَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَيُوَارِيْ سَوْءَةَاَخِيْهِ

অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন, যা মাটি খুঁড়ছিল, যাতে তাকে দেখাতে পারে, কীভাবে সে ভাইয়ের লাশ গোপন করবে (Al-Qurān: 5:31)।

ইসলাম শুধু লাশকে দাফন করতে বলে না বরং ইসলাম অন্যান্য পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুকে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ বিষয়ে স্পষ্ট দলিল রয়েছে। নবী করিম ﷺ যখন শিঙ্গা দিতেন অথবা লোম পরিষ্কার করতে, নখ কাটতেন তখন তিনি তা বাকীউল গারকাদ কবরস্থানে পাঠাতেন, তারপর তা পুঁতে ফেলা হত (Al-Isfahānī 1994, 359)।

১০. পানি সংকটাপন্ন এলাকায় পানি ব্যবস্থাপনা : পানি মজুদে নিষেধাজ্ঞা

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ১৭.১ ধারানুসারে সরকার জলাধার বা পানিধারক স্তরের সুরক্ষার জন্য যে-কোনো এলাকা বা তার অংশবিশেষ বা পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট যে-কোনো ভূমিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পানি সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে পারবে। এ আইনের ২৪.১ ধারানুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি এবং এই আইন অনুসরণ ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি কোনো জলস্রোতের পানি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ধারকে মজুদ করতে পারবে না। এ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে পানি মজুদ করলে ২৯.১ ধারানুসারে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। ভূগর্ভস্থ পানি হলো মিঠা পানি এবং পানের উপযোগী তাই যথাযথ কারণ এবং ভূগর্ভস্থ পানির স্তর যথাযথ থাকার উপর নির্ভর বিবেচনা করে নলকূপ বসিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনুমতি দেয়া হয়। ফলে পানির অপব্যবহার রোধ হয়, সর্বোপরি পানিদূষণ প্রতিরোধ হয়। কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১৮ এর ৫.১ ধারানুসারে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতীত কৃষিকাজের জন্য কোনো স্থানে কোনো নলকূপ

৪. এ হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইয়াহুদীরা তাদের বাড়িঘর পরিষ্কার রাখত না।

স্থাপন করা যাবে না। এ আইনের ৫.৬ ধারানুসারে কেবল তখনই কৃষিকাজের জন্য নলকূপ স্থাপনের অনুমতি দেয়া হয়ে হবে যদি উপজেলা সেচ কমিটি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকৃত নলকূপ স্থাপন দ্বারা যে এলাকায় নলকূপ স্থাপন করা হবে সেই এলাকার কৃষিকাজ উপকৃত হবে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে না। ইসলাম আমাদেরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি মজুদ করতে নিষেধাজ্ঞা দেয়। আবু হুরায়রাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ

প্রয়োজনের বেশি ঘাস উৎপাদনে বাধা দেয়ার জন্য প্রয়োজনের বেশি পানি সরবরাহে বাধা দেয়া যাবে না। (Al-Bukhārī 1422 H, 6962)

অর্থাৎ এক ব্যক্তির একটি নিজস্ব কূপ রয়েছে। কূপটির চারপাশে রয়েছে সকলের জন্য উন্মুক্ত ঘাস। লোকটি চাচ্ছে যে, এই ঘাসগুলো যেন শুধু তারই হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু চারণভূমির ঘাস সকলের জন্য উন্মুক্ত তাই সে লোকদের সেখানে চতুষ্পদ জন্তু চরাতে নিষেধ করতেও পারছে না। ফলে সে তার কূপের পানি সংগ্রহ থেকে লোকদের নিষেধ করে। তখন লোকজন যেখানে পানি রয়েছে সেই চারণভূমির দিকে ঝুঁকে পড়ে। অবশেষে কূপপার্শ্ববর্তী চারণভূমির ঘাস তার জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায়। অতিরিক্ত পানি থেকে নিষেধ করার আসল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঐ চারণভূমির ঘাস থেকে নিষেধ করা। সুতরাং এই কৌশল ও ছলচাতুরির অবৈধতা প্রমাণের জন্যই ইমাম বুখারী হাদীসটি উল্লেখ করেছেন (Ibn Hajar 1379 H, 12/335)।

একইসঙ্গে পানি সংকটাপন্ন এলাকার ভূগর্ভস্থ মিঠা পানি ব্যবহারে ইসলাম বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। এ সম্পর্কে ইসলামী নীতি হলো নতুন কুয়া খনন করে যাতে পানিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত করা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যে-কোনো খাল বা কুয়ার মালিকানার সঙ্গে সন্নিহিত এলাকার কিছু জমির মালিকানাও যুক্ত থাকবে। এটাকে হারেম বা নিষিদ্ধ এলাকা বলে। অর্থাৎ এ এলাকায় অন্য কোনো কুয়া বা খাল খনন করা যাবে না। এক্ষেত্রে হানাফি ও হাম্বলি মতাদর্শ অনুযায়ী কুয়া যদি উটের গোসলের জন্য খনন করা হয়ে থাকে তাহলে হারেমের এলাকা হবে ৪০ হাত, সেচের জন্য হলে ৬০ হাত (Amin 2006, 2/6, 72-73)। তবে মালেকি ও শাফেয়িদের মতে স্থানীয় পরিবেশ পরিস্থিতি ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করতে হবে। সেচ কূপ স্থাপনে বাংলাদেশে বর্তমানে যে জোনিং (Zoning) বিধি অনুসরণ করা হয় তাতে একটি গভীর নলকূপ থেকে আরেকটি গভীর নলকূপের দূরত্ব স্থানভেদে ২৫০০ ফুট, ১৭৫০ ফুট বা ৮০০ ফুট নির্ধারণ করা হয়েছে, যাকে ইসলামী আইনে হারেম বা নিষিদ্ধ এলাকা বলে। এটা নির্ধারিত করার কারণ হলো যাতে কোনো নলকূপে পানি উত্তোলন ব্যাহত না হয় এবং উপকারভোগীদের গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে ব্যবহার্য পানি সরবরাহে ঘাটতি দেখা না দেয় (Amin 2007, 3/12, 72-73)। আর এজন্যই ইসলাম নলকূপ বা কুয়া স্থাপনের ক্ষেত্রে হারেম পদ্ধতির প্রবর্তন করেছে (Yahya 1896, 75)।

১১. জলস্রোতে বাধা নিষিদ্ধ

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ২০.১ ধারানুসারে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা, কোনো জলাধারে স্থাপনা নির্মাণ করে বা জলাধার ভরাট করে বা মাটি বা বালু উত্তোলন করে জলস্রোতের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ বা পানি প্রবাহে বাধা সৃষ্টি বা এর গতিপথ পরিবর্তন করতে পারবে না। তবে প্রাকৃতিক বন্যা হতে নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জলাধারে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা যাবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এর ৪১ ধারানুসারে কোনো ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা অবহেলায় কোনো এলাকায় লবণাক্ততা বা প্লাবন সৃষ্টি করেন অথবা স্লুইসগেটের চলমান কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করেন বা ক্ষতিসাধন করেন অথবা পানিপ্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা বাঁধ কেটে দুর্যোগ অবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে জানমালের ক্ষতি করেন তবে তিনি ১-৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

ইসলামও স্বাভাবিক প্রবাহিত পানির প্রবাহ বন্ধ করতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী سَكْرِ الْأَنْهَارِ 'নদীর পানি বন্ধ করা' শিরোনামে একটি অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। এ অনুচ্ছেদে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রা. থেকে এ সম্পর্কিত হাদিস বর্ণিত হয়েছে,

> أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحْ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ
>
> হাররা থেকে প্রবাহিত নালার পানি বণ্টন নিয়ে এক আনসারি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে (আমার পিতা) যুবাইরের সঙ্গে বিবাদ করল। এ নালা থেকে তারা খেজুর বাগানে পানি দিত। আনসারি বলল, নালার পানি ছেড়ে দিন, যাতে তা (প্রবাহিত থাকে)। কিন্তু যুবাইর তা দিতে অস্বীকার করলেন। তারা দু'জনে রাসূল ﷺ-এর কাছে এ-ব্যাপারে মীমাংসা চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবাইরকে বললেন, হে যুবাইর! তোমার বাগানে (প্রথমে) সিঞ্চন করে নাও। এরপর তোমার প্রতিবেশীর দিকে পানি ছেড়ে দাও (Al-Bukhārī 1422 H, 2359)।

সুতরাং সাধারণ নীতিমালা হলো নিজ প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেলে কোনো জলস্রোতে বাধা দেয়া যাবে না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে জলাধার সন্নিহিত এলাকার জমিতে পানি সেচের জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক ফসলের প্রয়োজনে এক বা একাধিক স্থানে বাঁধ দিয়ে আবাদি জমির আকার ও মূল্য অনুযায়ী মোট পানি প্রবাহের এক দশমাংশ, এক অষ্টমাংশ এবং সর্বোচ্চ এক পঞ্চমাংশ পানি আটক রেখে তা ব্যবহার করতে পারেন (Amin 2006, 2/6, 69)। সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার জমি বা সম্পত্তির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হবার কারণে সমস্ত পানির ওপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। উজানভাটি নির্বিশেষে নদী বা খালের তীরবর্তী সকল বাসিন্দা পানি ব্যবহারের অধিকার ভোগ করেন। ভাটির কোনো কৃষক তার জমিতে বাঁধ দিয়ে পানির স্বাভাবিক

প্রবাহে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। অনুরূপভাবে উজানের কৃষকরাও তাদের জমিতে বাঁধ দিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে পানি গতিরোধ কিংবা তা প্রত্যাহার করতে পারবেন না। কেননা অন্যের সেচাধিকার হরণকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে একজন অপরাধী এবং এ জন্য তাকে শাস্তি দিতে হবে (Ibn ʿĀbidīn 2003, 5/441)।

১২. নদী তীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ

বেড়িবাঁধ ও পয়ঃনিষ্কাশন আইন-১৯৫২ এর ৭.৩ ধারানুসারে সরকারি বেড়িবাঁধের স্থায়িত্ব বিপন্ন করে বা কোনো শহর বা গ্রামের নিরাপত্তা বিপন্ন করে বা কোনো পানিপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে, সাধারণ পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে বা যে-কোনো ধরনের ভূমি হতে বন্যার পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে এমন যে-কোনো বাঁধ বা স্থাপনা সরকারি ব্যবস্থাপনায় অপসারণ বা পরিবর্তন করা হবে। এ আইনের ৫৬ ধারানুসারে যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৌশলীর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোনো নতুন বেড়িবাঁধ নির্মাণ করেন বা কোনো বিদ্যমান বেড়িবাঁধ বর্ধিত করেন বা পানি নিষ্কাশনপথে বাধা সৃষ্টি করেন যার ফলে সরকারি বেড়িবাঁধে বা সরকারি পানি নিষ্কাশনপথে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে ঐ ব্যক্তি অনধিক পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অনাদায়ে অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনের ৫৭ ধারানুসারে যদি কেউ অনুমোদিতভাবে সরকারি বেড়িবাঁধ কর্তন করেন বা ধ্বংস করেন বা কোনো সরকারি পানি নিষ্কাশনপথে অবস্থিত কোনো স্লুইসগেট (জলকপাট) খোলেন বা বন্ধ করেন তাহলে তিনি এক মাস পর্যন্ত যে-কোনো মেয়াদে কারাদণ্ড বা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনের ৫৮ ধারানুসারে কোনে ব্যক্তি যদি সরকারি বেড়িবাঁধ রয়েছে এমন কোনো নদী বা পানি নিষ্কাশনপথে স্রোতের গতি পরিবর্তন করেন বা পানি নিষ্কাশন নালার পাড় কেটে ফেলেন বা বেড়িবাঁধ হতে মাটি অপসারণ করেন তাহলে সেই ব্যক্তি ছয় মাস পর্যন্ত যে-কোনো মেয়াদে কারাদণ্ড বা দুইশত টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর প্রথম তফসিলের ৩৯ ধারানুসারে জেলা পরিষদ বাঁধ নির্মাণ ও মেরামতকার্য সম্পাদন করবে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ২১.১ ধারানুসারে উপর্যুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর বা তার পার্শ্বঢালে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার ঘরবাড়ি, স্থাপনা বা অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবে না। এ আইনের লঙ্ঘন করলে ২৯.১ ধারানুসারে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

পানিদূষণ প্রতিরোধে নদীতীর সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদির গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে নদীর তীরবর্তী বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি বাঁধ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ এবং বাঁধ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে ইসলাম নির্দেশনা দেয়। এক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি কার্যকর পদক্ষেপ। ইসলাম বনায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। কেননা দূষণের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে জান-মালের নিরাপত্তায় বনায়ন খুবেই কার্যকর সমাধান হিসেবে প্রমাণিত। বাংলাদেশে

দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র থেকে বাংলাদেশের উপকূলকে আগলে রাখা প্রাকৃতিক সবুজ বেষ্টনী সুন্দরবন শত শত বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ছোবল থেকে রক্ষা করে চলেছে (IFB 2011, 3)। নদী বা সমুদ্রের পানিতে সকলের অধিকার রয়েছে (Al-Zuhaylī 1992, Cited- Faruqui and others 2001, 89-90)। সুতরাং নদীতীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব কোনো ব্যক্তির একার নয় ; বরং সরকার বায়তুল মালের অর্থ থেকে নদীতীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করবে (Sadr 1996, 45)।

সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি জনগণ এ তীর সংরক্ষণে বনায়ন করবে, যেন এ তীরের স্থায়িত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। ইসলামও আমাদেরকে বনায়নের নির্দেশনা দেয়। আদী ইবনে যায়দ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ بَرِيدًا بَرِيدًا: لَا يُخْبَطُ شَجَرُهُ، وَلَا يُعْضَدُ، اِلَّا مَا يُسَاقُ بِهِ الْجَمَلُ.

রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনার প্রত্যেক প্রান্তে সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং এই মর্মে আদেশ করেছিলেন যে, এই সীমানার মধ্যে কোনো গাছ মুণ্ডন বা কর্তন করা যাবে না, তবে যা উট খায় তা ব্যতীত (Abū Dā'ūd 1420H, 2036)।

একইসঙ্গে বাঁধের পাশে অথবা নদীর তীরবর্তী বৃক্ষ নিধন করা যাবে না, কেননা অপরিকল্পিত বৃক্ষনিধনের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণের ফলেই খরা, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ইত্যাদি দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। তাই তো ইসলাম অপ্রয়োজনে বৃক্ষ নিধন করা থেকে কঠোরভাবে বারণ করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ.

যে ব্যক্তি (বিনা প্রয়োজনে) গাছ কাটবে আল্লাহ তার মাথাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করবেন (Abū Dā'ūd 1420H, 5241)।

বনায়নের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধের সংরক্ষণ নিশ্চিত করাও ইসলামের নির্দেশনা। তাই তো উমর রা. সমগ্র বিজিত এলাকায় নদী-নালা প্রবাহিত করেন এবং নদীর তীরবর্তী স্থানে বাঁধ তৈরি করেন এবং এ জাতীয় কাজ সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগের পত্তন করেন (Ali 1980, 141)।

১৩. জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও পানিদূষণ

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জাহাজ নির্মাণশিল্প অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এ খাতের উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করে। পানিদূষণ প্রতিরোধে এ খাতের সঠিক ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ৬. ঘ ধারানুসারে কোনো জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার ফলে কোনো প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি না হয় তা প্রত্যেক জাহাজের মালিক, আমদানিকারক এবং জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কাজে ইয়ার্ড ব্যবহারকারী নিশ্চিত করতে বাধ্য থাকবেন। এ বিধান লংঘন করলে ১৫.৭ ধারানুসারে অনধিক ২

(দুই) বৎসর কারাদণ্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড এবং একই অপরাধ পরবর্তী সময়ে করলে ২-১০ বৎসর কারাদণ্ড বা অন্যূন ২-১০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এর ৪.৮.২ অনুচ্ছেদে অনুসারে সরকার আন্তর্জাতিক কনভেনশন স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে জাহাজ নির্গত বর্জ্য ও তেল দূষণ প্রশ্নে আন্তর্জাতিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করবে, জাহাজ ভাঙা শিল্পের গ্রহণযোগ্যতা পুনর্বিবেচনা করবে এবং এই শিল্প যদি চালু থাকে, তাহলে এ সংক্রান্ত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশের মান রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ এর ৫.১ ধারানুসারে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সরকারের অনুমতি গ্রহণক্রমে কোনো জোনে ইয়ার্ড স্থাপন করতে পারবে কিন্তু জোন বহির্ভূত এলাকায় ইয়ার্ড স্থাপন বা এতদ্‌উদ্দেশ্যে অনুরূপ স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না। এ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে কেউ সরকারের অনুমতি ব্যতীত ইয়ার্ড স্থাপন করলে এ আইনের ২৫ নং ধারানুসারে অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অন্যূন ১০ (দশ) লক্ষ টাকা হতে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এ আইনের ১৭.২ ধারানুসারে জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম হতে উৎপাদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত এই আইন কার্যকর হওয়ার অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে সরকার, Treatment Storage and Disposal Facility (TSDF) নির্মাণ করবে।

মহান আল্লাহ সাগরকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে দিয়েছেন। সাগরের বুক চিরে বয়ে চলে বিশালাকৃতির জাহাজ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ﴾

তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল্লাহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন (Al-Qurān, 31:31)।

জাহাজ নির্মাণ, সংস্কার ইত্যাদি কার্যক্রম কখনো কখনো সমুদ্রদূষণের কারণ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। ইসলাম প্রাকৃতিক উপাদান বিনষ্ট করে শিল্প গড়ে তোলাকে নিষিদ্ধ করেছে এবং ইতোপূর্বে বিভিন্ন জাতিকে এ অপরাধে মহান আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। যেমন প্রাকৃতিক উপাদান পাহাড় কেটে বিনষ্ট করে আবাসন গড়ে তোলে গর্ব অহংকার করার কারণে মহান আল্লাহ আদ ও ছামুদ জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ - إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ - الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ - وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾

তুমি কি দেখনি তোমার প্রভু কি করেছিলেন আদ বংশের ইরাম গোত্রের প্রতি যারা ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের অধিকারী ? যার সমতুল্য কোনো জনপদ নির্মিত হয়নি; এবং ছামূদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল (Al-Qurān, 89:6-9)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, আদ জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ হলো তারা বিশাল অট্টালিকা নির্মাণে গর্ব-অহংকার করত এবং ভূপৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি করত। সুতরাং বর্তমান যুগেও যারা সমুদ্রের পরিবেশ ধ্বংস করে বিশাল বিশাল জাহাজ নির্মাণ করে তাদেরকেও এ ঘটনা থেকে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং সমুদ্রদূষণ থেকে বিরত থাকা উচিত। নতুবা আদ জাতির জন্য আমাদেরকেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। যাদের শাস্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ . فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾

তারা সকল দেশে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তারা সেখানে বিপর্যয় বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে তোমার রব তাদের উপর আযাবের কশাঘাত মারলেন (Al-Qurān, 89:11-13)।

১৪. সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষা

বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। উপকূলীয় অঞ্চল এদেশের সংকট এবং সম্ভাবনাময় একটি নাম। কারণ এ উপকূলীয় অঞ্চলের মাধ্যমেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির এক বড় প্রত্যাশা। একই সঙ্গে পানিদূষণসহ নানাবিদ প্রাকৃতিক দূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর স্থান হলো উপকূলীয় অঞ্চল। তাই পানিদূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক আলোচনায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতির সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ প্রণয়ন করে। এ নীতির ৪.৪.২ ধারানুসারে সরকারকে নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়েছে- ক. সমুদ্র হতে আসা পানিতে মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যে সৃষ্ট হুমকি মোকাবেলায় উজান থেকে পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া; খ. বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে পোল্ডারের মধ্যে যথাযথ পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা যাতে করে মিঠা পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়; গ. বৃষ্টির পানি আহরণ ও সংরক্ষণকে উৎসাহিত করা; ঘ. পানি সংরক্ষণের জন্য দীঘি ও পুকুর খনন করা এবং পানি শোধনের স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করা; ঙ. ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর ৬.১ ধারানুসারে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও সংরক্ষণ এবং লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ রোধ এবং মরুকরণ প্রশমন করার লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর পানির সবচেয়ে বড় আধার হলো সমুদ্র। শিল্পনির্ভর বিশ্বব্যবস্থায় সমুদ্র নানাভাবে আজ দূষণের শিকার। দূষণের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয় সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে। তাই সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষায় সমুদ্রদূষণ প্রতিরোধ করতে হবে। সমুদ্রের ধর্ম হলো এর পানিতে অম্লতা থাকা। মহান আল্লাহর মানুষের উপকারার্থে পানিকে অম্ল ও মিঠা এ দুই প্রকারে সৃষ্টি করেছেন। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

﴿وَ هُوَ الَّذِىْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّ هٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَ جَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا﴾

আর তিনিই দু'টো সাগরকে একসঙ্গে প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, অপরটি লবণাক্ত ক্ষারবিশিষ্ট এবং তিনি এদের মাঝখানে একটি অন্তরায় ও একটি অনতিক্রম্য সীমানা স্থাপন করেছেন (Al-Qurān, 25:53)।

কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট দূষণের ফলে সমুদ্রের পানি উপকূলীয় মিঠা পানির স্তরে ছড়িয়ে পড়ায় মানুষসহ জীবজাতির বসবাস হুমকির মধ্যে পড়ছে। এটা মহান আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতির অন্তর্ভুক্ত, যা তিনি নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ﴾

আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই (Al-Qurān: 30:30)।

ইসলাম সমুদ্রদূষণ নিষিদ্ধ করেছে। কারণ সমুদ্রদূষণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিকূলের জীবনধারণে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, যা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার নামান্তর। মহান আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

﴿وَاللهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ﴾

আর আল্লাহ বিপর্যয়কারীদের ভালোবাসেন না (Al-Qurān: 5:64)।

সুতরাং এ জলরাশিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব হলো মানুষের। কোনোভাবে একে দূষিত করা যাবে না, কেননা সমুদ্র দূষণের ফলেই উপকূলীয় অঞ্চল বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হচ্ছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

মানুষের কৃতকর্মের দরুণ স্থলে ও সমুদ্রে বিপর্যয় প্রকাশ পায়। ফলে আল্লাহ তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে (Al-Qurān: 30:41)।

১৫. জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

পানিদূষণ জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এ আইনের ৬.১ ধারানুসারে পানি উন্নয়ন বোর্ড বন্যা ও খরা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে, যা জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন করে। এ আইনের ৬ নং ধারানুসারে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এই ট্রাস্টের তহবিল ব্যবহার করা, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অর্থ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়

ব্যবহারিক গবেষণা করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জলবায়ু পরিবর্তন সেল বা ফোকাল পয়েন্ট-কে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে সহায়তা করা, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি কার্যক্রমে সহায়তা করা ইত্যাদি 'জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট'-এর উদ্দেশ্য।

দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রায় প্রতি বছর কোনো না কোনো এলাকায় দুর্যোগের ঘটনা ঘটে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, জলযান ডুবি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিধস, ভবনধস, বজ্রপাত ইত্যাদি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুর্যোগ। এসব দুর্যোগের অধিকাংশ পানির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই পানিদূষণ প্রতিরোধ আলোচনায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর উপযোগিতা অনস্বীকার্য। এ আইনে মূলত দূষণ পরবর্তী ভয়াবহ ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবিলায় করণীয় নির্দেশনা আলোচনা করা হয়েছে। সর্বোপরি এ আইনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড আইন, ২০১৬ এর ৪ নং ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত আধা-সামরিক বাহিনী 'বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড' এ আইনের ১০ নং ধারানুসারে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং দুর্ঘটনা কবলিত নৌযান, মানুষ এবং মালামাল উদ্ধার করে, সতর্কবাণীসহ অন্যান্য তথ্য বেতার বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করে।

জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো জনসচেতনতা বৃদ্ধি। কারণ পৃথিবীতে মানুষের অব্যাহত দূষণই জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ডেকে আনে। তাই মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ থেকে বিরত থাকা সম্ভব না হলে আমরা সকলেই দুর্যোগে আপতিত হবো। হাদিসে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ، وَالوَاقِعِ فِيهَا، مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلاَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلاَهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَخَذَ فَأْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتَوْهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ، قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلاَ بُدَّ لِي مِنَ المَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ.

আল্লাহর হুকুম পালনকারী ও তাঁর আল্লাহ নির্দেশ অমান্যকারীর দৃষ্টান্ত ওই ব্যক্তিদের ন্যায় যারা একটি বড় জাহাজে আরোহণ করেছে। লটারির মাধ্যমে জাহাজের তলা

নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর কিছু লোক জাহাজের ওপর তলায় আর কিছু লোক জাহাজের নিচ তলায় অবস্থান নিয়েছে। নিচ তলার লোকদের যখন পানির প্রয়োজন হয় তখন তারা ওপরে আসে এবং ওপর তলায় অবস্থানকারীদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে পানি সংগ্রহ করে। তারা ভাবল যদি আমরা আমাদের (নিচের) অংশে ছিদ্র করে নিই (যাতে ওপরে যাওয়ার পরিবর্তে ছিদ্র থেকেই পানি নেয়া যায়) এবং আমরা ওপরের লোকদের কষ্ট না দিই (তবে কতই না উত্তম হয়)। এমতাবস্থায় যদি উপরস্থ লোকেরা নিচের লোকদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয় এবং তাদেরকে তাদের এই সিদ্ধান্ত থেকে নিবৃত্ত না করে (আর তারা ছিদ্র করে ফেলে) তবে সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তারা তাদের হাত ধরে ফেলে (ছিদ্র করতে না দেয়) তবে তারা নিজেরাও বাঁচবে এবং অন্য মুসাফিরগণও বেঁচে যাবে (Al-Bukhārī 1422 H, 2686)।

সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সর্বপ্রথম আমাদেরকে সচেতন হয়ে দূষণের পরিমাণ কমাতে হবে। এর পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সকলের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বৃদ্ধিতে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। কেননা ইসলামী দৃষ্টিকোণে দুর্যোগ পরবর্তী আক্রান্ত মানুষের সেবা করা, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে এগিয়ে আসা প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্যে একটা কষ্ট দূর করে দেয়, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার একটা কষ্ট দূর করে দেবেন (Muslim 1999, 2580/58)।

১৬. পানিদূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত গবেষণা

পানিদূষণ প্রতিরোধে নদী ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ এ প্রেক্ষাপটে নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট আইন, ১৯৯০ প্রণয়ন করে। এ আইন অনুসারে স্থাপিত নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট উক্ত আইনের ৭ নং ধারানুসারে নদী ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, নদীর ভাঙ্গন রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ ও পানি নিষ্কাশন, নদীর পানিপ্রবাহ এবং পানি বিভাজন এলাকা, পানিবিজ্ঞান, ভূ-উপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার এবং পরিবেশগত বিষয়াদি, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ এবং পানির গুণাগুণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ৭ নং ধারানুসারে 'পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা' পরিবেশগতভাবে ভারসাম্যপূর্ণ পানি সম্পদ মহা-পরিকল্পনা প্রণয়ন, পানি সম্পদের বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ, অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ প্রদান এবং সমীক্ষা পরিচালনা, পানি সম্পদ বিষয়ক জাতীয়, এবং সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, আন্তর্জাতিক সেমিনার, সম্মেলন ও কর্মশালার আয়োজন ও পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশের পানি সম্পদ রক্ষা, পানিদূষণ প্রতিরোধ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত সম্ভাব্য দুর্যোগ মোকাবিলার পদ্ধতি, পানি তথা জলাধার, নদী, সমুদ্র অববাহিকা ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে পানির ব্যবহার, পানি সম্পর্কিত বাস্তুসংস্থান, পানির সঙ্গে অর্থনীতি, জীবন ও জীবিকার সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়াদি জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯ প্রণীত হয়। এ নীতিতে ৪.১৫ অনুচ্ছেদে পানি বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য ব্যবস্থাপনার উল্লেখ রয়েছে। যা পানিদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর বলে বিবেচিত। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আইন, ২০০০ এর ৬.১ ধারানুসারে এ বোর্ড পানিবিজ্ঞান সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা এবং এতদসম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্ত গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর ১২ নং ধারানুসারে 'জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন'নদী অবৈধ দখলমুক্ত এবং পুনঃদখল রোধ করা, নদী এবং নদীর তীরে স্থাপিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ, নদীর পানিদূষণমুক্ত রাখা, বিলুপ্ত বা মৃত প্রায় নদী খনন, নদীর পরিবেশগত ভারসাম্য ও টেকসই ব্যবস্থাপনা, নদী রক্ষার্থে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, দেশের খাল, জলাশয় এবং সমুদ্র-উপকূল দখল ও দূষণমুক্ত রাখা ইত্যাদি বিষয়ে সরকারকে সুপারিশ করে থাকে। বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ৫ নং ধারানুসারে 'জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ' পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার, নিরাপদ আহরণ, সুষম বণ্টন, সুরক্ষা ও সংরক্ষণ এবং পানি সম্পদের সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে জাতীয় পানি সম্পদ পরিকল্পনা বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে।

পানিদূষণ প্রতিরোধে নদী, বন্যা, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামও আমাদেরকে যেকোনো সমস্যা সমাধানে গবেষণা করতে নির্দেশনা দেয়। সুতরাং পানিদূষণ মোকাবেলায় যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন এবং কৌশল গ্রহণে গবেষণা করতে হবে। এতদসম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণে অভিজ্ঞ পরিবেশবিদগণের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন। ইসলাম প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট থেকে মতামত গ্রহণ ও পরামর্শের মাধ্যমে সমন্বয় করে কাজ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি তোমরা না জানো (Al-Qurān: 16:43)।

মহান আল্লাহ আরো বলে,

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴾

এবং কাজে-কর্মে তাদের সঙ্গে পরামর্শ কর, অতঃপর তুমি কোনো সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে, যারা নির্ভর করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন (Al-Qurān: 3:159)।

গবেষণা করার পাশাপাশি গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নেরও গুরুত্ব রয়েছে। কেননা পানিদূষণ প্রতিরোধে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়নের

গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা করে কোনো কাজ করলে সে কাজে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা যেমন কম থাকে তেমনি সে কাজ অধিক সফলতা লাভ করতে পারে। ইসলাম যেকোনো কাজের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে কুরআন ইউসুফ আ. কর্তৃক গৃহীত সাতবছর মেয়াদি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّىْٓ اَرٰى سَبْعَ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۗ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَاُ اَفْتُوْنِىْ فِىْ رُءْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ . قَالُوْٓا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ ۚ وَمَا نَحْنُ بِتَاْوِيْلِ الْاَحْلَامِ بِعٰلِمِيْنَ . وَ قَالَ الَّذِىْ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَاْوِيْلِهٖ فَاَرْسِلُوْنِ . يُوْسُفُ اَيُّهَا الصِّدِّيْقُ اَفْتِنَا فِىْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمَانٍ يَّاْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّ سَبْعِ سُنْۢبُلٰتٍ خُضْرٍ وَّ اُخَرَ يٰبِسٰتٍ ۙ لَّعَلِّىْٓ اَرْجِعُ اِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُوْنَ . قَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَاَبًا ۚ فَمَا حَصَدْتُّمْ فَذَرُوْهُ فِىْ سُنْۢبُلِهٖٓ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَّاْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ اِلَّا قَلِيْلًا مِّمَّا تُحْصِنُوْنَ . ثُمَّ يَاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَامٌ فِيْهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيْهِ يَعْصِرُوْنَ .

রাজা বললো, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং দেখলাম সাতটি সবুজ শিষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যতি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার তবে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে অভিমত দাও।' তারা বললো, এটা অর্থহীন স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই। দুইজন কারারুদ্ধের মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর যার স্মরণ হলো সে বললো, আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব। সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠাও। সে বললো, হে ইউসুফ! হে সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, তাদেরকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শিষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শিষ সম্বন্ধে আমাদেরকে ব্যাখ্যা দাও, যাতে আমি লোকদের নিকট ফিরে যেতে পারব যাতে তারা জানতে পারে। ইউসুফ বললো, তোমরা সাতবছর একাধিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য কর্তন করবে এর মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শিষসহ রেখে দেবে; এরপর সাতটি কঠিন বছর, এর সাত বছর, যা পূর্বে সঞ্চয় করে রাখবে, লোকে তা খাবে; কেবল সামান্য কিছু তোমরা যা সংরক্ষণ করবে, তা ব্যতীত। অতঃপর আসবে একবছর সে বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সে বছর মানুষ প্রচুর ফলের রস নিংড়াবে (Al-Qurān: 12:43-49)।

১৭. পানিদূষণের শাস্তি

পানিদূষণ অপরাধের জন্য স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৮৯ নং ধারানুসারে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ১০৯ ধারানুসারে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে এবং অপরাধটি পুনরাবৃত্তি ঘটিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ

অপরাধের সহিত পুনরায় জড়িত থাকার সময়কালে প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করা যাবে।

কৃষিক্ষেত্রে ফসলের উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার স্বার্থে অনেক সময় বালাইনাশক ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু এ সকল বালাইনাশক কখনো কখনো পানিদূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ব্যতীত যত্রতত্র বালাইনাশক ব্যবহার করা উচিত নয়। বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ এর মাধ্যমে এ বিষয়টির মাধ্যমে পানিদূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এর আইনের ৪ নং ধারানুসারে কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন বালাইনাশকের কোনো ব্রান্ডের নিবন্ধন ব্যতীত কোনো বালাইনাশক আমদানি, উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন, মোড়কজাতকরণ ও পুনঃমোড়কজাতকরণ, বিক্রয় অথবা বিক্রয়ের জন্য প্রস্তাব ও মজুত অথবা কোনো প্রকার বিজ্ঞাপন প্রচার করতে পারবে না।

সামুদ্রিক মৎস্য মানুষের অর্থনৈতিক উপার্জনের একটি বড় মাধ্যম। কিন্তু মাত্রারিক্ত মৎস্য আহরণ এবং মৎস্য আহরণে পরিবেশ ক্ষতিকর পদ্ধতি ব্যবহারে পানি দূষিত হচ্ছে। তাই সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ এর ২৭ নং ধারানুসারে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্য নিধন করে অথবা হতচেতন বা অক্ষম করে মৎস্য আহরণ করে বা অন্য কোনো উপায়ে সহজে মৎস্য ধরিবার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক, বিষ বা অন্য কোনো ক্ষতিকর দ্রব্য ব্যবহার করে বা ব্যবহার করে মৎস্য আহরণ করে তবে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ড দেয়া হবে। একই সঙ্গে এ আইনের ৩০ নং ধারানুসারে যদি কোনো ব্যক্তি সরকার ঘোষিত মৎস্য অভয়ারণ্য বা সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় বিনা অনুমুতিতে ড্রেজিং, বালি ও কাঁকর আহরণ করে, বর্জ্য বা অন্য কোনো দূষিত পদার্থ নিক্ষেপ বা জমা করে বা অন্য কোনোভাবে মৎস্য বা মৎস্যের প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র বা আবাসস্থলের ব্যাঘাত ঘটায় বা পরিবর্তন বা ধ্বংস সাধন করে, বা উপর্যুক্ত সংরক্ষিত এলাকায় কোনো ইমারত বা অন্য কোনো স্থাপনা নির্মাণ করে, তাহলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসরের কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড।

ইসলামী শরীয়তে শাস্তি আইন তিন ধরনের- হুদুদ, কিসাস ও তাযীর। হুদূদ হলো কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত বিভিন্ন অপরাধের সুনির্ধারিত শাস্তিসমূহ। হদ্দযোগ্য অপরাধ মোট সাতটি: ১. যেনা বা ব্যভিচার, ২. কাযফ বা যিনার অপবাদ, ৩. মদ্যপান করা, ৪. চুরি করা, ৫. সন্ত্রাস ও ডাকাতি করা, ৬. রিদ্দা বা মুরতাদ হওয়া, ৭. বিদ্রোহ বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা (Al-Sarakhsī 1989, 9/36)। আর কিসাস হলো হত্যার পরিবর্তে হত্যা করা, যা কুরআনের বিধান দ্বারা নির্ধারিত (Al-Qurān, 2:178)। তৃতীয় স্তর হলো তাযীর, যার অর্থ হলো বারণ করা ও ফিরিয়ে রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় তাযীর হলো- আল্লাহ বা মানুষের অধিকার সংশ্লিষ্ট যে সব অপরাধের জন্য শরীয়ত নির্দিষ্ট কোনো শাস্তি কিংবা কাফ্ফারা নির্ধারণ করে দেয়নি সে সব অপরাধের শাস্তিকে তাযীর বলে (Ibn Humām 2003, 4/412)। পানিদূষণের অপরাধ

শরীয়তের বিধান তথা কুরআন ও হাদিস দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত অপরাধ এবং মানুষের অধিকার বিনষ্টকারী অপরাধ। তাই পানিদূষণকারী ব্যক্তিকে বিচারক তাযীরী শাস্তির আওতায় যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন।

১৮. দূষিত পানি পানের শাস্তি

জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজনক হওয়ার সন্দেহে এই আইনের অধীন কোনো উৎস হতে পানি পান করা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ঐ উৎস হতে পানি পান করলে- জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ এর ৬৬ ধারানুসারে অনধিক পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৮৯ ধারানুসারে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ (পনের হাজার) টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ১০৯ নং ধারানুসারে অনধিক দুই হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে এবং অপরাধটি পুনরাবৃত্তি ঘটিলে প্রথমবার অপরাধ সংঘটনের পর ঐ অপরাধের সহিত পুনরায় জড়িত থাকার সময় প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা জরিমানা করা যাবে।

ইসলামী দৃষ্টিকোণে দূষিত পানি পান করা অপরাধ। কেননা দূষিত পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। আর স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তু পান নিষিদ্ধ। কেননা এর দ্বারা নিজেকে নিজেই ক্ষতির দিকে ধাবিত করা হয়, যা কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে-

﴿وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

নিজ হাতে নিজদেরকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না (Al-Qurān, 2:195)।

তাই ইসলাম পানি দূষিত করাকে নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি দূষিত পানি ব্যবহারেও নিষিদ্ধতা আরোপ করেছে। যখন কোনো পানির তিনটি গুণই নষ্ট হয়ে যাবে তখন সে পানি ব্যবহারের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন,

اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ اِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ

নিশ্চয়ই পানি ততক্ষণ পর্যন্ত অপবিত্র হবে না, যতক্ষণ না তার রঙ, গন্ধ ও স্বাদ তিনটিই বিকৃত হয় (Ibn Mājah 1998, 521)।

১৯. পানিদূষণ প্রতিরোধসহপরিবেশ সংরক্ষণের সামগ্রিক দায়িত্ব রাষ্ট্রের

সংবিধান যে-কোনো দেশের আইনের সবচেয়ে বড় ভিত্তি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেও পানিদূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথা 'পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' অনুচ্ছেদ রয়েছে। সংবিধানের ১৮.৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- রাষ্ট্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবেন (The Constitution of the People's Republic of Bangladesh 1972, 18.kha)।

পানিদূষণ প্রতিরোধসহ পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে পরিগণিত। ইসলামও পানিদূষণে প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। সরকার পানিদূষণ মোকাবিলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে কুরআনের বাণী,

﴿إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজ অবস্থান নিজে পরিবর্তন করে (Al-Qurān: 13:11)।

মহানবী মুহাম্মদ ﷺ আইলার শাসনকর্তা ইউহান্না ইবনে রু'বা জনগণের জলাধারের পানির নিরাপত্তা দিয়ে চুক্তিবদ্ধ হন, "পরম দয়ালু দয়াময় আল্লাহর নামে। এ নিরাপত্তাপত্র আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-এর পক্ষ হতে ইউহান্না ইবন রু'বাহ এবং আইলা-এর জনগণের জল, স্থল, জাহাজ ও পথে অবস্থানরত সবার জন্য সম্পাদিত। তাদের সবাইকে আল্লাহ ও তাঁর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর নিরাপত্তা প্রদান করা হলো। সিরিয়া, ইয়ামান ও সাগরে অবস্থানরত জনগণের মধ্যে মুসাফির হিসেবে যারা তাদের সঙ্গে অবস্থান করবে তাদের জন্যও এই নিরাপত্তা বিবেচিত। যে কেউ এই চুক্তিনামা লঙ্ঘন করবে, তার জন্য কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। যে জলাধারের পাদদেশে তারা অবস্থান করবে সে জলাধারের পানি থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবে না এবং জল ও স্থলের কোনো পথ তাদের জন্য রুদ্ধ করা হবে না (Ibn Hishām 1995, 2/525-526)।"

একইসঙ্গে পানিদূষণ মোকাবেলায় মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতার উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। পানিদূষণে সৃষ্ট দুর্যোগ পূর্ববর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ ও দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিতে দক্ষতা অর্জন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সেচ্চাসেবক দল গঠন, উদ্ধারকারী বাহিনী গঠন, ত্রাণ ও পুর্নবাসন ব্যবস্থাপনা, জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রস্তুত রাখা ইত্যাদি মানব ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য হলো এসকল কাজে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা। কেননা রাষ্ট্রের নাগরিকের জান, মালের নিরাপত্তা দেয়া রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْاَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى اَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُم.

জেনে রেখো তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেকেই নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং আমির যিনি জনপ্রতিনিধি সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে (Muslim 1999, 1829/20)।

সরকারের একার পক্ষে পানিদূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই সরকার জনগণকে পানিদূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করবে। এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনে অবহেলার ক্ষেত্রে তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। কেননা ইসলামী আইনে দায়িত্বে অবহেলার কারণে অবহেলাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন, কোনো ব্যক্তি যদি সরকারের সঙ্গে সৈনিকদের খাদ্য সরবরাহের চুক্তি করে। সৈনিকরা আছে যুদ্ধক্ষেত্রে। তাদের খাদ্যের প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি চুক্তিকারী খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, অথচ চুক্তি অনুযায়ী খাদ্য পাঠাতে কোনো সমস্যা নেই। এ অপরাধে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

পর্যন্ত হতে পারে। অনুরূপ কোনো ধাত্রী যদি কোনো শিশুকে দুধ পান করবার চুক্তি করে, এরপর চুক্তি ভঙ্গ করে দুধ পান করানো বন্ধ করে দেয় এবং ক্ষুধার তাড়নায় শিশুটি মারা যায়, তাহলে একদল ফকিহের মতে তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। ('Awdah ND, 1/124)

২০. পরিবেশ আদালত : আইনের কঠোর প্রয়োগ

পরিবেশ সংরক্ষণের সঙ্গে পানিদূষণ প্রতিরোধের সম্পর্ক সুগভীর। বাংলাদেশ পানিসহ যেকোনো প্রাকৃতিক দূষণ প্রতিরোধ তথা পরিবেশ সংরক্ষণে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ প্রণয়ন করে যা সর্বশেষ ২০১০ সালে সংশোধিত হয়। এ আইনের ২.খ ধারানুসারে দূষণ দ্বারা পানিদূষণকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই পানিদূষণ প্রতিরোধে এ আইনের প্রায় প্রত্যেকটি ধারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত।

উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, ২০০৫ এর ৫.৬.খ অনুচ্ছেদে বর্তমানে প্রচলিত আইনের প্রয়োগ আরো জোরদার করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। পরিবেশ সংক্রান্ত অপরাধের বিচার ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে আদালত প্রতিষ্ঠা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে প্রচলিত আইনের সংশোধন ও সংহতকরণকল্পে পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০ প্রণীত হয়। এ আইনের ৪ নং ধারানুসারে প্রতিষ্ঠিত পরিবেশ আদালত বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর অন্তর্ভুক্ত সকল আইন বাস্তবায়নে আদালত পরিচালনা করবে। ফলে এ আইনের অধীনে পানিদূষণ প্রতিরোধে এতদসম্পর্কিত অপরাধের শাস্তি বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

ইসলামী আইনের উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক বিষয়সমূহের সংরক্ষণ, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন, অপরাধীকে পবিত্রকরণ। সুতরাং ইসলামী নির্দেশনা অনুসারে পানি আইন যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সমাজের কল্যাণ সাধন সম্ভব। বাংলাদেশের পানি আইনসমূহ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে পানিদূষণ প্রতিরোধে পর্যাপ্ত আইন রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে যথাযথ সুফল পেতে হলে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে আইনসমূহ যথাযথ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। ইসলাম সর্বাবস্থায় আইনের যথাযথ প্রয়োগের নির্দেশনা দেয়। কেননা যেকোনো অপরাধ প্রতিরোধে প্রয়োজন যথাযথ আইন এবং সে আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা হলো শাস্তি প্রয়োগে কোনো ধরনের কার্পণ্য করা যাবে না। যথাযথ আইন থাকা সত্ত্বেও আইন বাস্তবায়নে কার্পণ্য করা হলে, অপরাধ প্রতিরোধে সে আইন কার্যকর হয় না। তাই ইসলাম আইন প্রয়োগে কোনো ধরনের কার্পণ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾

আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়ার উদ্রেক না হয়, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ও পরকালের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক (Al-Qurān, 24:2)।

আইন প্রয়োগ যদি জনসমাজে প্রভাব বিস্তার করে তাহলে মানুষ ঐ ধরনের অপরাধ করতে সাহস পাবে না, ফলে অপরাধের পরিমাণ করে যাবে। জনসমুক্ষে শাস্তি

কার্যকর করার মাধ্যমে এ ধরণের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হ্রাস পায়; তাই ইসলামী আইন জনসমক্ষে বাস্তবায়ন করার বিধান রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

মুসলমানদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে (Al-Qurān, 24:2)।

সুপারিশমালা : ইসলাম পানিদূষণ প্রতিরোধে কার্যকর বিধান প্রবর্তন করেছে। বাংলাদেশের প্রচলিত আইনের পর্যালোচনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে-

- পানিদূষণের ইসলামী শাস্তি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে পর্যাপ্ত প্রচার-প্রচারণা।
- পানিদূষণের শাস্তি বাস্তবায়নে পানিদূষণ রোধ আইনের যথাযথ ও সুষ্ঠু প্রয়োগ।
- নদী দখল প্রতিরোধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ।
- পানি প্রক্রিয়াজাতকরণে সরকারী উদ্যোগ গ্রহণ।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতনতামূলক উদ্যোগ হাতে নেয়া।
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়ন।
- শিল্পবর্জ্য পানি নিক্ষেপের শাস্তি বিষয়ক আইনের সংশোধন করা।
- পানি ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি দূর করা।
- পানি অপচয় রোধে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- পানিদূষণের ফলে সৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু অর্থায়ন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন।

উপসংহার

পানি মানুষসহ প্রতিটি প্রাণের জীবনধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এ পানি থেকেই প্রতিটি প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত দূষণের শিকার হয়ে পানি তার স্বতন্ত্র গুণ হারিয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। এ অবস্থার আশু সমাধান সম্ভব না হলে অদূর ভবিষতে পানের যোগ্য পানির তীব্র সংকট দেখা দিবে, যা ইতোমধ্যে আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে এবং সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলোতে প্রতীয়মান হয়েছে। ইসলাম প্রকৃতিতে যে-কোনো অনাচারকে হারাম ঘোষণা করেছে। সুতরাং পানিদূষণ একটি অপরাধ হিসেবে পরিগণিত। সুতরাং যেকোনো ধরনের দূষণ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ মহান আল্লাহ তা পছন্দ করেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾

আর যখন সে ফিরে যায়, তখন জমিনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফ্যাসাদ ভালোবাসেন না (Al-Qurān: 2:205)।

বাংলাদেশ পানি সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন রয়েছে। এ সকল আইনে পানিদূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক ধারা রয়েছে। এ সকল আইনে পানির অধিকার, পানিদূষণ প্রতিরোধে শাস্তির

বিধান, পানিদূষণ প্রতিরোধে অবকাঠামো উন্নয়ন, জনসচেতনতা তৈরি, গবেষণা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে পানিদূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক বিষয়াদি বিস্তারিত আলোচনা করেছে। এ সম্পর্কে ইসলাম বিভিন্ন নির্দেশনা দিয়েছে। যাতে পানির স্বাভাবিক অধিকার, পানের অধিকার, সেচের অধিকার নির্ধারণের পাশাপাশি পানিদূষণকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইসলাম পানিদূষণ প্রতিরোধে পানির অপচয় রোধ, পানির সুরক্ষা, পানির উৎস সংরক্ষণ ইত্যাদির উপর গুরুত্বারোপ করেছে। ইসলাম আইন প্রণয়নের পাশাপাশি আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগেরও নির্দেশনা দেয়। সুতরাং আইনের যথাযথ প্রয়োগ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি, পানিদূষণ প্রতিরোধ বিষয়ক গবেষণা, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সামগ্রিক উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পানিদূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

‘Awdah, ‘Abd al-Qādir. ND. *Al-Tashrī' al-Jina'ī al-Islamī Muqāranan bi-al-Qānūn al-Wad'ī*. Beirut: Dār al-Kātib al-‘Arabī.

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Ishāq al-Azdī al-Sijistānī. 1420H. *Sunan*. Bairut: Al-Maktaba al-Asriyyah.

Al-‘Adawī, Abdur Rahmān. 1994. *Al-Islām Wa Himāyatul Biya, Fikrul Musles Al-Muamber Mallajī Yashgulhu*. Cairo: Muassassa al-Ahrām

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muhammd ibn Ismā’īl. 1422 H. *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh*. . Beirut: Dār Tauk al-Najāt.

Ali, Musahed. 1980. *Islamer Rastio O Orthonoytik Uttoradikar*. Dhaka : Islamic Foundation Bangladesh.

Al-Isfahānī, Hāfij Abū Sheikh. 1994. *Akhlāqunnabī sm.* Dhaka : Islamic Foundation

Al-Jundī, Khalīl ibn Isḥāq. 1426 H. : *Al-Mukhtaṣar fī al-fiqh ʿalā Mazhab al-Imām Mālik*. Cairo: Dār al-Hadīth.

Al-Sarakhsī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abū Sahl. 1989. *Kitāb Al Mabsuṭ*. Bairut: Dār al-Ma’rifah.

Al-Tirmīdhī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā. 1395H. *Sunan*. Cairo: Matba‘ Mustafā al-bābī al- Halabī.

Al-Zuhaylī, Wahbah Mustafā. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū.* Beirut: Dār al-Fikr.

Amin, Mohammad Nurul. 2005. "Islame Pani Ain O Bidhibidhan" *Islami Ain O Bichar*, V.1, n. 4

Amin, Mohammad Nurul. 2006. "Islame Pani Ain O Bidhibidhan" *Islami Ain O Bichar*, V.2, n. 5

Amin, Mohammad Nurul. 2006. "Islame Pani Ain O Bidhibidhan". *Islami Ain O Bichar*, V.2, n. 6

Amin, Mohammad Nurul. 2007. "Islame Pani Ain O Bidhibidhan". *Islami Ain O Bichar*, V.3, n. 12

Amin, Mohammad Nurul. 2009. "Islame Pani Ain O Bidhibidhan". *Islami Ain O Bichar*, V.4, n. 13

Amini, Muhammad Taqi. 2004. Background and Format of Islamic Fiqh. Dhaka: Islamic Foundation, Bangladesh

Azam, Rafīq.1903 H. Ashharu Mashāhīr al-Islām fī al-Hurūb wa al-Siyāsah. Egypt: Matbaa Hindiya.

Haque, Jubayer Muhammd Ehsanul. 2013. *Uthman Ibn Affan*. Dhaka: Bangladesh Islamic Center

Ibn ʿĀbidīn, Muḥammad Amin Ibn ʿUmar Ibn ʿAbd al-ʿAzīz al-Ḥanafī. 2003. *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār*. Riyadh: Dār al-ʿĀlam Al-Kutub.

Ibn Hajar al-Askalānī, Abū al-Fadl Ahmad ibn Alī ibn Haja. 1379 H. *Fath al-Bārī Sharh Sahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-M'rifa.

Ibn Hishām, Abū Muhammad ‘Abd al-Malik. 1995. *Al-Sīrah al-Nawawiyyah*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Humām, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid ibn ‘Abd al-Hamīd. 2003. *Fath al-Qadīr.* Bairut: Dār al-fikr.

Ibn Kathīr, Imam Abul Fidā Ismā’īl. 2014. Tafseer Ibn Kathir. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

Ibn Mājah, Abū ʻAbdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah al-Rabʻī al-Qazwīnī Ibn Mājah. 1998. *Sunan.* Cairo: Dār Ihyā al-Kutub al-ʻArabiyyah.

IFB, Editorial Board. 2006. *Fiqhe Hanafir Etihas O Dorson*. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

IFB, Editorial Board. 2011. Jonogoner Upolobdhi-Jolbaue Poribotton Sohonshil Jonomukhi Sundarban Nitimalar Upor Ekti Goveshona. Dhaka: Manusher Jonno Foundation

IFB, Islamic Foundation Bangladesh. 2009. Doynondon Jibone Islam. Dhaka : IFB

Kasem, Abul. 1989. Quranic Economics. Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh

Leeuwen, F.X., 2000. *Safe drinking water: the toxicologist's*. Food Chem. Toxicol.

Mallat, Chibli. 1995. *The Quest for Water Use Principles*. New York : I. B. Tauris

MolJPA, 2018. Bangladesh Ship Recycling Act, 2018. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1972. Embankment And Drainage Act, 1952. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1990. River Research Institute Act, 1990. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1992. Rates of shrimp farming, 1992. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1992. Water Resources Planning Act, 1992. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1995. Bangladesh Environmental Protection Act, 1995. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1997. Upazila Parishad Act, 1997. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 1997. Water Supply and Sewerage Authority Act, 1997. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2000. Bangladesh Water Development Board Act, 2000. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2000. Playgrounds, Open Space, Gardens and Natural Reservoirs Conservation Act, 2000. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2000. Zila Parishad Act, 2000. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2009. Local Government (City Corporation) Act, 2009. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2009. Local Government (Municipality) Act, 2009. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2009. Local Government (Union Parishad) Act, 2009. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2010. Balumhal and Soil Management Act, 2010. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2010. Climate Change Trust Act, 2010. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2010. Environmental Court Act, 2010. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2012. Disaster Management Act, 2012. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2013. Bangladesh Water Act, 2013. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2013. National River Protection Commission Act, 2013. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2017. Bangladesh Biodiversity Act, 2017. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2017. Bangladesh Coast Guard Act, 2017. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2018. Bangladesh Agriculture Development Corporation Act, 2018. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2018. Groundwater Management Act for Agriculture, 2018. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2018. Pesticides Act, 2018. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2020. Fishes and Fisheries (Inspection and Quality Control) Act, 2020. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2020. Marine Fisheries Act, 2020. Government of Bangladesh

MolJPA, Bangladesh. 2020. Marine Fisheries Act, 2020. Government of Bangladesh

MolJPA, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Bangladesh. 1972 The Constitution of the People's Republic of Bangladesh. Government of Bangladesh

MoWR, Bangladesh. 1999. National Water Policy, 1999. Government of Bangladesh

MoWR, Ministry of Water Resources, Bangladesh. 2005. Coastal Area Policy, 2005. Government of Bangladesh

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 1999. *Al-Musnad al-Sahīh*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-ʻArabī

Naser I. Faruqui, Asit K. Biswas, and Murad J. Bino. 2011. Water management in Islam. New York : United Nations University Press

Nathanson, Jerry A. "Water pollution." Encyclopedia Britannica, Invalid Date. https://www.britannica.com/science/water-pollution.

Panipathi, Qazi Chanaullah. 2003. Tafsir-e Mazhari. Narayanganj: Hakimabad Khankaye Mojaddedia

Rahman, Muhammad Atiqur. 2007. Islame Pani Ain O Bidhibidhan. Dhaka : Islami Ain O Bichar, V.3, n. 12

Sadr, S. Kazem (1996), "Water Price Setting: The Efficiency and Equity Considerations," *Water and Development* 4 (3)

The United Nations (UN) World Water Development Report 2020 (France : UNESCO 2020)

Yahya ibn Adam. 1896. *Kitab al kharadj: Le livre de l'impôt foncier*, E. J. Brill, Leiden.